রাঁচি, মঙ্গলবার
18:04:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>186 >>04 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৮৬ >> << ০৪ ঠা, বৈশাখ ১৪৩০>>

জাপানের পারমাণবিক বর্জ্যপানি সমুদ্রে ফেলা যাবে না : চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বেইজিং : সোমবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েন পিন বেইজিংয়ে এক নিয়মিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, জি'সেভেন জলবায়ু, জ্বালানি ও পরিবেশ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন থেকে প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে, জাপানের পারমাণবিক বর্জ্যপানি সমুদ্রে ফেলার সিদ্ধান্তকে সমর্থন না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জার্মানির পরিবেশমন্ত্রী বলেছেন, ফুকুশিমা পরমাণু দুর্ঘটনার পর জাপান যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তা প্রশংসা পাবার যোগ্য। তবে, পারমাণবিক বর্জ্যপানি সমুদ্রে ফেলাকে স্বাগত জানানো চলে না। মুখপাত্র ওয়াং বলেন, আন্তর্জাতিক সমাজের আপত্তি উপেক্ষা করে পারমাণবিক বর্জ্যপানি সমুদ্রে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাপান। এই ভুল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যাবে না। তিনি বলেন, বিশ্বের ৯৩.২ শতাংশ নেটিজেন ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্রের বর্জ্যপানি সমুদ্রে ফেলার জাপানি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। জাপানি সরকারকে এই জনমতের মূল্য দিতে হবে।

বাজার দর
SENSEX : 59910.75 -520.25
NIFTY : 17706.85 -121.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.10 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.25 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাজ্যের ৪৪৬৪১ টি বিদ্যালয়ে ৫১৮৫৮ টি ট্যাব এবং পিসি প্রদান সরকারের

প্রতিদিন শিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি জানানো বাধ্যতামূলক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজে ফাঁকি দেওয়ার মনোবৃত্তি এবার পরিত্যাগ করতে হবে। মূলত নিজের কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থাকা প্রধান শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে অভিনব উপায় বের করেছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ ৪৪৬৪১ টি বিদ্যালয়ে ৫১৮৫৮ টি ট্যাব এবং পিসি প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এবার সরকারের দেওয়া এই ট্যাবলেট এবং পার্সোনাল কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রতিদিন শিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি জানাতে বাধ্য হবেন প্রধান শিক্ষক। ফলে এবার থেকে প্রধান শিক্ষকদের নিজের কাজে ফাঁকি দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষকের অনুপস্থিতি তথা দেরি করে কর্মস্থলে আসা শিক্ষক থাকা একাংশ সরকারি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে। মূলত বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল, সহজ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা এবং দুর্গম স্থানে থাকা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের অভিযোগ সচরাচর দেখা যাচ্ছে। তবে এবার এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য এক অদ্ভুত ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ। অবশেষে এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ ৪৪৬৪১ টি বিদ্যালয়ে ৫১৮৫৮ টি ট্যাব এবং পিসি প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সরকারের দেওয়া ট্যাব এবং পিসির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে প্রতিদিন শিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি জানাতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষা সেতু পোর্টালে ফটো সহ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি সবিস্তারে উদ্ধতম কর্তৃপক্ষকে দৈনিক জানাতে হবে প্রধান শিক্ষককে। প্রসঙ্গত ই লার্নিং প্যাকেজ হিসাবে রাজ্য সরকার প্রধান শিক্ষকদের ট্যাব এবং পিসি প্রদানের প্রক্রিয়ায় শুরু করেছে। অন্যদিকে মধ্যাহ্ন ভোজনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এবার সরকারের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে মধ্যাহ্ন ভোজন সহ বিভিন্ন প্রকল্পের ফাঁকি এবং দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থাৎ ট্যাব, পিসির মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এবার কাজে ফাঁকি দিতে পারবেন না প্রধান শিক্ষকরা। দৈনিক উপস্থিতির তথ্য ছাড়াও বিদ্যালয় সংক্রান্ত অন্যান্য বহু তথ্য প্রধান শিক্ষক থেকে আদায় করতে চলেছে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ।

প্রথমবার আকাশে ওড়ার চেষ্টা করবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রকেট

নিউ ইয়র্ক : ইলন মাস্কের স্পেসএক্স কোম্পানির তৈরি স্টারশিপ রকেট সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায় প্রথমবারের মতো আকাশে ওড়ার চেষ্টা করবে। এই রকেট দিয়ে ভবিষ্যতে নভচারীদের চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট হতে যাচ্ছে স্টারশিপ। উচ্চতা প্রায় ১২০ মিটার, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাচু অফ লিবার্টির চেয়ে বড় এটি। অবশ্য সোমবারের উড্ডয়ন সফল হবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন ইলন মাস্ক। রোববার টুইটার স্পেসে তিনি বলেন, ''সফলতার ব্যাপারে আশান্বিত হওয়া উচিত হবে না। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ফ্লাইট। এটি অনেক জটিল ও বিশাল রকেটে প্রথম উড্ডয়ন চেষ্টা।'' এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের যে স্থান থেকে স্টারশিপ উড্ডয়নের কথা সেখানকার আবহাওয়া বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত উড্ডয়ন চেষ্টা স্থগিতও করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ স্টারশিপে করে চাঁদে নভচারী পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। এই মিশনের নাম আর্টেমিস তৃতীয়। ১৯৭২ সালে অ্যাপোলো কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর এবার আবার চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। স্টারশিপে দুটি ভাগ আছে। উপরের ভাগে আছে ৫০ মিটার লম্বা স্পেসক্রাফট, যেটিতে করে নভচারী ও কার্গো যাতায়াত করবে। আর নিচের ৭০ মিটার অংশে থাকবে সুপার হেভি বুস্টার রকেট।

এর আগে কয়েকবার স্পেসক্রাফটের সাবঅর্বিটাল টেস্ট হয়েছে। তবে সোমবারই প্রথম স্পেসক্রাফট ও বুস্টার রকেট একসঙ্গে উড্ডয়নের চেষ্টা করবে। ওড়ার তিন মিনিট পর বুস্টার রকেট স্টারশিপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেক্সিকো উপসাগরে গিয়ে পড়বে। আর স্টারশিপ প্রায় দেড়শো মাইল উপরে উঠে পুরো পৃথিবী ঘুরে দেড় ঘণ্টা পর প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়ার কথা। ''এটি যদি অর্বিটে যেতে পারে তাহলে সেটিই হবে অনেক বড় সফলতা,'' বলছেন মাস্ক। নাসা তার নিজস্ব স্পেস লঞ্চ সিস্টেম এসএলএসএ করে আগামী বছরের নভেম্বরে নভচারীদের চাঁদের অর্বিটে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। এসএলএসএর চেয়ে আকারে বড় ও শক্তিশালী হচ্ছে স্টারশিপ।

গরমে জেরবার কলকাতা

কলকাতা (এজেন্সী) : তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪২ ডিগ্রিতে। শুকনো গরম আপাতত থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি।

কলকাতাসহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ প্রবল গরমে নাজেহাল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আপাতত বৃষ্টির কোনো পূর্বাভাস নেই। বরং তাপপ্রবাহের আশঙ্কা আছে। ফলে গরম আরো বাড়তে পারে। রোববার শহর কলাকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৯ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের চেয়ে যা অনেকটাই বেশি। কলকাতা থেকে দেড় ঘণ্টা দূরে পানাগরের তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রিতে পৌঁছে গেছে। আবহাওয়াবিদদের বক্তব্য, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে এই সময় জলীয় বাষ্প ঢোকে। ফলে ঘাম হয়। এবং সেই জলীয় বাষ্প থেকেই বৃষ্টি হয়। এবছর জলীয় বাষ্প ঢুকছে না। ফলে শুকনো গরম। যা কলকাতায় অস্বাভাবিক। আর এর ফলেই তাপপ্রবাহের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রোববারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী সাতদিন সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে। তবে শিক্ষা দপ্তর যে বিবৃতি জারি করেছে, তাতে বলা হয়েছে, পরবর্তী নোটিস না দেওয়া পর্যন্ত স্কুলকলেজ বন্ধ রাখতে হবে। ফলে সাতদিন পরেও স্কুলকলেজ বন্ধ থাকতে পারে। গরমে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের। বস্তুত, দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তরবঙ্গকেও গ্রাস করছে। সেখানেও তাপপ্রবাহের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাহাড়ের পরিস্থিতি অবশ্য ততটা খারাপ নয়। রাজ্যের সর্বত্র স্কুলকলেজ বন্ধ থাকলেও দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে স্কুলকলেজ খোলা থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সোমবার জানিয়েছে, আগামী চারপাচদিন গরম আরো বাড়তে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, হিটস্ট্রোকের হাত থেকে বাঁচতে দুপুরে বাড়ি থেকে না বেরনোই ভালো। বার হলেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। জল খেতে হবে বেশি করে। প্রয়োজনে সঙ্গে রাখতে হবে ওআরএস।

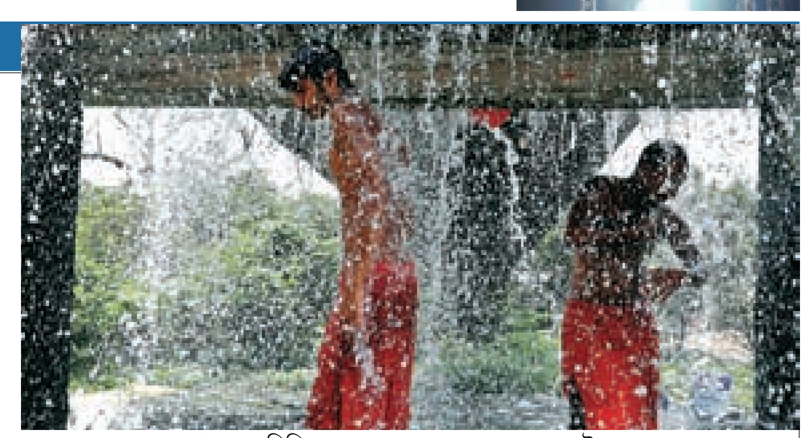

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গুয়াহাটি মহানগরের নারঙ্গির মিলিটারি স্টেশনে ৭৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা): ভারতের জাতীয় পতাকা দেশের গৌরব এবং ঐক্যতার প্রতীক। এবার জাতীয় পতাকার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য এবং আকর্ষণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ভারতীয় সেনা। গত ১৫ এপ্রিল গুয়াহাটি মহানগরের নারঙ্গির মিলিটারি স্টেশনে ৭৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এই পতাকা উত্তোলন করেছেন ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডিং ইন চিফ জেনারেল অফিসার পিভিএসএম, ভিএসএম, এসএম, ইউওয়াইএসএম লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর পি কলিতা। মূলত গুয়াহাটি মহানগরের নারঙ্গির মিলিটারি স্টেশনের সৈনিক পার্কে এই ৭৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ফ্ল্যাগ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ভারতীয় সেনা নারঙ্গির মিলিটারি স্টেশনে ৭৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ভারতীয় সেনার ৫১ সাব এরিয়ার অধীনে সামরিক মর্যাদা অনুসারে পতাকা উত্তোলন কার্যসূচি আযোজন করা হয়েছিল। এই গৌরবময় মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলেন ৩০০ টি ট্রপস, পরিবারবর্গ, এনসিসি ক্যাডার্স এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তথা সাধারণ জনতা। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত জানান কমান্ডিং ১০১ এরিয়ার জেনারেল অফিসার মেজর জেনারেল রাজেশ কুমার ঝা। তাছাড়া ফ্ল্যাগ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি নবীন জিন্দালকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তিনি। সে সঙ্গে তিনি জাতীয় পতাকার ক্ষেত্রে সংস্থাটি গ্রহণ করা নানা পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। ইস্টার্ন আর্মি কমান্ডার নিজের বক্তব্যে ৫১ সাব এরিয়ার অধীনে থাকা নারঙ্গির মিলিটারি স্টেশনে ৭৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা পদক্ষেপের ব্যাপক প্রশংসা করে এটাকে এক উচ্চপর্যায়ের অভিনব পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। ফ্ল্যাগ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার সিইও অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল অসীম কোহলি পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

পর্যবেক্ষণ আগামী ১০ মে ফরেস্ট ব্যাটেলিয়ান গঠন এবং বন কর্মী নিযুক্তির পরিকল্পনা সরকারের

গন্ডার হত্যা প্রতিরোধর লক্ষ্যে কাজিরাঙ্গার সরজমিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : অসমের বিহুকে বাস্তবে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়ার পর এবার গন্ডারের সুরক্ষায় মগ্ন হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মূলত গন্ডার সুরক্ষার ক্ষেত্রে অধিক তৎপর হয়ে উঠেছেন তিনি। রাজ্যজুড়ে বিহুর উন্মাদনা অব্যাহত থাকার মধ্যে গন্ডার হত্যা প্রতিরোধর লক্ষ্যে কাজিরাঙ্গার সরজমিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান আগামী ১০ মে ফরেস্ট ব্যাটেলিয়ান গঠন এবং বন কর্মী নিযুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে। অসম সরকারের। তাছাড়া ডিজিপি জিপি সিংহের সঙ্গে আরো একদিন তিনি কাজিরাঙ্গা পরিদর্শন করবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে অবিস্মরণীয় নজিরবিহীন ভাবে ১১৩০৪ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের বিহু নৃত্য গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এবার কাজিরাঙ্গার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার কাজিরাঙ্গা উপস্থিত হয়ে জিপ সাফারির মাধ্যমে অধিকাংশ বনাঞ্চল এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মূলত কাজিরাঙ্গায় থাকা নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে খতিয়ে দেখেছেন। সন্ধ্যার পরও স্থানীয় মন্ত্রী অতুল বরার সঙ্গে সেখানে আস্থানা গেড়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আযোজনের মাধ্যমে তিনি গন্ডারের নিরাপত্তার বিষয়টি বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করেছেন। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন সম্প্রতি গন্ডার হত্যার স্থানটি তথা সেই এলাকার আশেপাশের স্থান পরিদর্শন করেছেন তিনি। প্রায় চার ঘন্টা ধরে কাজিরাঙ্গার ৪০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে প্রতিটি দিক সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন আগামী ১০ মে ফরেস্ট ব্যাটেলিয়ান গঠন এবং বন কর্মী নিযুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে। তবে কাজিরাঙ্গ বিভিন্ন এলাকায় আউট পোস্ট স্থাপন করার প্রয়োজেনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কাজিরাঙ্গার বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকা গুলোতে বনকর্মী নিযগে করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া রিভার পেট্রোলিং বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অতি শীঘ্র ডিজিপি জিপি সিংহের সঙ্গে আরো একদিন তিনি কাজিরাঙ্গা পরিদর্শন করবেন। সে সময় কাজিরাঙ্গা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অন্যদিকে তিনি জানান কাজিরাঙ্গায় এলিভেটেড করিডর নির্মাণের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছে সরকার। আর্থিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যা না থাকলেও বর্তমান অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ড বহু বিষয় খতিয়ে দেখে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন নির্মাণ কালে কোন বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হবে কিনা অথবা নির্মাণের শব্দে বন্যপ্রাণীরা অসুবিধার সম্মুখীন হবে কিনা এই বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখেই অনুমতি দেবে বোর্ড। এরপরেই সরকার কাজিরাঙ্গায় এলিভেটেড করিডর নির্মাণ প্রক্রিয়ায় শুরু করতে পারবে বলে জানান তিনি। এদিকে গন্ডার হত্যার ঘটনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে খর্গ উদ্ধার করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এক্ষেত্রে দুষ্কৃতিকারীদের উদ্দেশ্যে সরকারের একটি বার্তা গেছে। বর্তমানে এই ধরনের ঘটনা কোনোভাবে সংগঠিত করলেও যে শেষ রক্ষা হবে না সেটা এই মামলায় প্রমাণিত হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য প্রায় এক বছর রাজ্যে একটিও গন্ডার হত্যার ঘটনা সংঘটিত না হওয়ার নজির সৃষ্টির পরেই গত ২৭ মার্চ অসমে ফের গন্ডার হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই অনা আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সংগঠিত দেওয়ার পরেই নড়ে চড়ে বসে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন ফলে অতি কম দিনের মধ্যেই গন্ডার হত্যায় জড়িত শহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তার হেফাজত থেকে গন্ডারের কাটা খর্গটি উদ্ধার করা হয়। তবে পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে স্থানীয় এক নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল গন্ডার হত্যাকারী শহিদুল ইসলাম। তবে রবিবার তার মৃতদে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

এদিকে অসমের বিহু নৃত্য ইতিমধ্যে সারা বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিহু নৃত্যের এই অনুষ্ঠানের চিত্র এবং সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক এবং গৌরবের বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বহুদিন যাবত বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ফলে আগামী মে মাসে রাজ্যের মন্ত্রীরা প্রত্যেক জেলায় সফর করে বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি একসঙ্গে ভোজন করবেন। সেই সময় ইতিমধ্যে ঘোষণা করা আর্থিক পুরস্কারও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তিনি স্বয়ং কয়েকটি জেলায় উপস্থিত হয়ে বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সাড়ম্বরে পালিত হল নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বর্ষবরণ উৎসব

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা ঃ নববর্ষ ১৪৩০'কে স্বাগত জানাতে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কোডারমা শাখার পক্ষ থেকে ঝুমরি তিলাইয়ার দেবীমন্ডপ রোডস্থিত কর্মাধ্যক্ষ কল্যাণ মজুমদারের বাসভবনে শাখাসভাপতি ড. অমিয় বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বর্ষবরণের সাংস্কৃতিকসন্ধ্যা আয়োজিত হয়। সভাপতি মহাশয় প্রথমেই সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান এবং কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় নববর্ষ উদযাপনের পরম্পরা ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। শাখার বাংলা স্কুলের ছাত্রী বীণা বর্মা প্রাক্‌প্রাথমিক স্তরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জন করায় তাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অতঃপর উদ্বোধনী সঙ্গীত 'এসো হে বৈশাখ'এর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়, পরিবেশন করেন সুনীল দেবনাথ, ইন্দ্রাণী মুখার্জি ও অরিজিৎ বিশ্বাস। বিভিন্ন রকমের গানের ডালি নিয়ে সেজে ওঠে অনুষ্ঠান, অংশগ্রহণ করেন অভিনন্দন রায়, বৃষ্টি রায়চৌধুরী, অম্রিজা বিশ্বাস, পিউ বিশ্বাস, মৌসুমী বিশ্বাস, সন্দীপ রায়। নৃত্য পরিবেশন করে শিশুশিল্পী অহনা ব্যানার্জী ও অন্তরা মুখার্জি। গীটারে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়ে শোনান ড. লুনা মিত্র। ড. সীমা বিশ্বাস রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন বিপুল গুপ্ত এবং পুরো অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করেন অভিনন্দন রায়। রবীন্দ্রচন্দ্র দাশ, ড. অভিজিৎ রায়, মায়া দাশ, তুষার রায়চৌধুরী, বনানী নিয়োগী, শঙ্কর প্রসাদ সিনহা, মীরা রায়, সায়ন্তন মজুমদার, সুজিত কুমার বিশ্বাস, সব্যসাচী ব্যানার্জী, পম্পা সাহা, অনুরাধা রায়, প্রিয়া ব্যানার্জী, প্রেমচন্দ হাজরা, অনির্বাণ মুখার্জি, মঙ্গল গোপাল সাহা প্রমুখ ব্যাক্তির উপস্থিতি ছিল উল্লেখনীয়। শাখার যুগ্ম কর্মাধ্যক্ষ সন্দীপ মুখার্জি কর্তৃক ধন্যবাদজ্ঞাপনান্তে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনে বিরল প্রজাতির বন্য কুকুরের দেখা, বনবিভাগে আনন্দ

আলিপুরদুয়ার ঃ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ফের বিরল প্রাণীর দেখা পাওয়ায় আনন্দের পরিবেশ বন দফতরে।বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের গভীর জঙ্গলে সম্প্রতি দেখা মিলেছে বিরল প্রজাতির ইন্ডিয়ান ঢোল।যাকে জঙ্গলি কুকুর নামে জানা যায়।সম্প্রতি বক্সা বাঘ বনে বন দফতরের পাতা ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ইন্ডিয়ান ঢোলের ছবি।বুধবার একথা জানান বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিএফডি প্রবীণ কাসওয়ান।বনাধিকারিকরা জানান ট্রাপ ক্যামেরার ছবিতে স্পষ্ট বক্সার জঙ্গলে ইন্ডিয়ান ঢোলের পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে।যা বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে খুবই ভালো লক্ষণ।

বুধবার ভোরে ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল বিহারের পূর্ণিয়ার কাছে

শিলিগুড়ি ঃ বুধবার ভোরে ভূমিকম্প অনুভূত হলো পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায়। ন্যাশনাল সিসমোলজির রিপোর্ট অনুযায়ী বুধবার ভোরে ভূমিকম্প অনুভূত হয় , ভূমিকম্পের তীব্রতা ৪.৩। শিলিগুড়ি থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে বিহারের পূর্ণিয়ার কাছে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বলে জানা গেছে। শিলিগুড়ির আশেপাশে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ,মালদা, নেপাল ও বাংলাদেশের কিছু এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে জানা গেছে। যদিও ভূমিকম্পের ফলে কোন হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

কুরুচিকর মন্তব্য রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি সৌমিত্র খাঁয়ের

কলকাতা ঃ ফের অশালীন, কুরুচিকর মন্তব্য রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি সৌমিত্র খাঁয়ের। বুধবার দুপুরে সোনামুখীতে দলের এক কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে বলেন, 'তোমার অবস্থা খুব খারাপ ভাইপো। ইডি সিবিআই ডেকে পাঠাচ্ছে...তোর বউ চুরি করেছে...তোর বউ চুরি করেছে, তোর তোর শালী চোর, তোর বউ চোর, তোর বাপ চোর, তাই বাঁকুড়ার মানুষের রক্ত খেতে আসছিস। তোরা গুষ্টিশুদ্ধ চোর' বলেও প্রকাশ্যে দাবি করেন। ঘটনাচক্রে সোনামুখীতে সৌমিত্র খাঁ যখন এই অভিযোগ করছেন, প্রায় ঠিক তখনই ওন্দায় দলীয় সভা মঞ্চে হাজির রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুই দিন ধরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ অষ্টম শ্রেণির দুই নাবালিকা ছাত্রী উদ্ধার, পুলিশ মালদা শিশু সুরক্ষা কমিশনে পাঠিয়েছে

মালদা ঃ দুইদিন ধরে বাড়ি থেকে পালিয়ে অষ্টম শ্রেণীর দুই নাবালিকা ছাত্রীর আত্মগোপন করে থাকার বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ালো। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে রতুয়া থানার সামসি স্টেশন থেকে ওই দুই নাবালিকা ছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশ। তারা দুজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু । একই স্কুলের একই শ্রেণীতে সহপাঠী রয়েছে ওই দুই ছাত্রী। কি কারনে দুই ধরে নিজেদের আত্মগোপন করে রেখেছিল ওই দুই ছাত্রী, সে ব্যাপারেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনো রহস্য জড়িত রয়েছে কিনা অথবা ওই নাবালিকা দুই ছাত্রী কোনো নারী পাচার চক্রের খপ্পরে পড়েছিল কিনা সে ব্যাপারে ময়না তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ওই দুই নাবালিকা ছাত্রী দুইদিন কোথায় কিভাবে চলাফেরা করেছে, কাদের সঙ্গে কথা বলেছে তারও সিসিটিভি ফুটেজের সহযোগিতা নিয়ে তদন্তের কথা জানিয়েছে পুলিশ। বুধবার ওই দুই ছাত্রীকে আদালতের নির্দেশ মেনে মালদা শিশু সুরক্ষা কমিশনের হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই দুই নাবালিক স্থানীয় একটি রিসোর্টে লুকিয়ে রাত কাটায়। পরের দিন সকালেও থাকে। ৮এপ্রিল বিকেল নাগাদ আবার চাঁচলে আসে।চাঁচলের একটি বাড়িতে পেইন গেস্ট হিসেবে আত্মগোপনও করে। কিন্তু ওই দুই বান্ধবী স্কুল ও টিউশনি না গিয়ে ঘরে বন্দী হয়ে থাকে দুইদিন। বাড়ির মালিকের সন্দেহ হয়। এরপর বাড়ির মালিকও তাদের তাড়িয়ে দেয় ১১এপ্রিল। দিশেহারা হয়ে চাচোল শহরের বুকে ঘোরাফেরা করে এই দুই বান্ধবী।অবশেষে গতকাল রাতে তারা পুলিশের খপ্পড়ে আসে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, ওই দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। আদালতে নির্দেশে আজ দুই নাবালিকা কে পাঠানো হয় মালদা শিশু সুরক্ষা কমিশনের হোমে।

আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কোচবিহারে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে, ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা

কোচবিহার ঃ গত সোমবার থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে কোচবিহারে। আজ সকাল থেকে কোচবিহারে সূর্যের প্রখর তাপে নাজেহাল অবস্থা পথচারীদের। আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী কয়েক দিন ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত তাপমাত্রা ২. ৩৩ সেলসিয়াস বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিনের তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে ৪০ থেকে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পশ্চিমী এবং উত্তর পশ্চিমী শুকনো বাতাসের অবস্থানে এই গরম আরো অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। এই গরমের হাত থেকে বাঁচতে আখের রস ঠান্ডা পানীয় পান করছে। কাজের ফাঁকে ছায়ায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বিধান নগর থানার উদ্যোগে ১৮টি মহিষ সহ ট্রাক আটক, একজন গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ মুরালিগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে একটি ট্রাক করে পুলিশ। এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার মহিষ। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ আজমল(৩২)। সে বিহারের পুর্নিয়ার বাসিন্দা। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ট্রাক থেকে ১৮টি মহিষ উদ্ধার হয়েছে। এবং উদ্ধার হওয়া মহিষ উত্তর দিনাজপুর জেলার পাঞ্জিপাড়া থেকে আসাম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পোকার উপদ্রব বেড়েছে, মাথায় হাত আমচাষীদের

মালদাঃ দয়ে পোকা আক্রমন আমে। ঝড়ে যাচ্ছে আম। মাথায় হাত আমচাষীদের।গত কয়েকদিনের তীব্রদাবদহের ফলে এই দয়ে পোকার উপদ্রব বেড়েছে। আর যে কারণে মালদহের অর্থকারী ফসল আম ক্ষতির মুখে। চিন্তিত মালদা জেলা উদ্যানপালন ও বাগিচা দপ্তরের আধিকারিকেরা। জরুরী ভিত্তিতে এই পোকা উপদ্রব কমাতে আমচাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মালদা জেলাতে ৩৩হাজার হেক্টর জমিতে আমচাষ হয়। এই বছর চার লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।দয়ে পোকা আক্রমনের ফলে আম উৎপাদনের যে টার্গেট জেলা উদ্যান পালন ও বাগিচা দপ্তরের কর্তারা আশা করেছিলেন তাতে ভাঁটা পড়তে পারে এমনই আশঙ্কা করছেন তারা। এই বছরের শুরুতে আম উৎপাদনে অনুকুল আবহাওয়ার ফলে চাষী থেকে ব্যবসায়ী সকলেই খুশিতে ছিলেন। সময়ের আগেই মালদার আমবাগান মুকুলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমজনতাও মালদার আমের স্বাদ অল্প খরচে পাবে আশা করেছিলেন এমন। কিন্তু গত কয়েকদিনের তীব্রদাবদহ কপালে ভাঁজ ফেলেছে সকলের। আম চাষী রতন ঘোষ জানাচ্ছেন যেহারে এই পোকার উপদ্রব বেড়েছে। তাতে আমকে বাঁচিয়ে রাখা দায় হয়ে দাড়িয়েছে। ঋণ নিয়ে আমচাষ করেছিলেন। প্রথমে মুকুল ভালো হওয়ায় আশা করেছিলাম। এবার হয়তো ফলন ভালো হবে। দুই পয়সার মুখ দেখবো। আজ হতাশ। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন দ্রুত এইপোকা উপদ্রব থেকে আম রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হোক। জেলা উদ্যান পালন বাগিচা দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন পোকা উপদ্রব শুরু হয়েছে। তীব্রদাবদহও চলছে। এই সময় সংবেদনশীল পোকা মারার কীটনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দেন। এছাড়া নিম তেল জাতীয় জিনিস জলে মিশিয়ে স্প্রে করলে এই দয়ে পোকা উপদ্রব কমে যাবে।

এমপি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল রাজগঞ্জ দল

জলপাইগুড়ি ঃ৮ ই এপ্রিল থেকে ১২ ই এপ্রিল পাঁচদিন ব্যাপী জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে আয়োজিত প্রথম এমপি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল রাজগঞ্জ দল। বুধবার বিকেলে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় জলপাইগুড়িকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রাজগঞ্জ। ফাইনাল খেলা দেখার জন্য অসংখ্য মানুষের ভিড় দেখা যায় জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায় সহ বিএসএফের বিভিন্ন আধিকারিকরা। প্রথম এমপি কাপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভলি ও ফুটবল দুই ধরনের খেলার আয়োজন করা হয়। ভলি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে মিলন সঙ্ঘ ময়দানে। সেখানে জলপাইগুড়ি চ্যাম্পিয়ন হয়। বুধবার ছিল ফুটবলের চুড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। ফাইনালে জলপাইগুড়ির বিপক্ষে ছিল রাজগঞ্জ দল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জলপাইগুড়িকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে রাজগঞ্জ। ৮ ই এপ্রিল থেকে ১২ ই এপ্রিল পাঁচদিন ব্যাপী জলপাইগুড়িতে প্রথম এই ধরনের একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় শহরের ক্রীড়াবীদরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়কে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়িতে।গোটা দেশে প্রায় ৭১ হাজার চাকরিপ্রার্থীদের নিযোগপত্র দেওয়া হলো।একইভাবে শিলিগুড়িতে কাটিহার ডিভিশনের পক্ষ থেকেও রেলে ২২৫ জন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আরও ৩১ জনকে চাকরির নিযোগপত্র তুলে দেওয়া হলো। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ির এরিয়া অফিস সংলগ্ন কাশ্মীর কলোনি এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই রোজগার মেলার আযোজন করা হয়। এদিন মেলার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জী ও জলপাইগুড়ির সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায় সহ রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

ইসরোতে সুযোগ পেলেন আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার মুসকান চৌধুরী

আলিপুরদুয়ার ঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল জটেশ্বরের মর্নিং স্টার মডেল স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী মুসকান চৌধুরী। তার বাড়ি বীরপাড়ায়। জানা গিয়েছে, ১৪ মে ইসরোর সেঃটারে পৌঁছাবে মুসকান। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেঃটারে ২৭ মে পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নেবে সে। এ খবরে খুশি সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক শিক্ষাকা সহ স্কুল কতৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, মুসকানের বাবা ওমপ্রকাশ একজন ব্যবসায়ী। মা সীমাদেবী চৌধুরী গৃহবধূ। মুসকান জানায়, ছোটবেলা থেকেই তাঁর মহাকাশ ভালো লাগে। ভবিষ্যতে তাঁর লক্ষ্য মহাকাশ বিজ্ঞানী হওয়া। স্বপ্নের পেছনে ছুটতে তাঁকে বরাবর অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছেন ওই স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক রাজদীপ শীল। শিবিরে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে অনলাইনে পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাঁকে। বাবা ওমপ্রকাশ বলেন, 'মেয়ের স্বপ্ন পূরণে আপ্রাণ চেষ্টা করব।' মুসকানের সাফল্যে খুশি জটেশ্বরের স্থানীয় বাসিন্দারাও।

চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৮ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন বৃদ্ধি, দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা

শিলিগুড়ি ঃ চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৮ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, শ্রমিকরা পাবেন দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা। বুধবার শিলিগুড়ির রাজ্য অতিথি ভবনে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শ্রম দফতরের মন্ত্রী মলয় ঘটক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং চা বাগানের মালিকদের সাথে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকার একটি ন্যূনতম মজুরি কমিটি গঠন করেছে। তারা প্রায় ১৭টি সভা করেছে কিন্তু পারস্পরিকভাবে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এই সত্যের কারণে, আমরা শ্রমিকদের সুবিধার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন মজুরির পরিমাণ বাড়িয়েছি। আমরা সর্বদা কর্মীদের পাশে আছি, বলেছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। উল্লেখ্য, সমগ্র বাংলায় প্রায় ৩০০টি চা বাগান রয়েছে। এসব চা বাগানে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করছেন। পূর্বে, বিগত বামফ্রন্ট বোর্ডের সময়, তারা রুপি পেয়েছে। তাদের দৈনিক মজুরি হিসেবে ৬৭ টাকা। ২০১১ সালে, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে, তারা মজুরি বাড়িয়েছিল। এখন ন্যূনতম মজুরি ৫০ টাকা। ২৩২. যা এখন ২৫০ টাকার পরে বেড়ে যাবে। বুধবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে চা শ্রমিকদের একাধিক বৈঠক নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সামিল হন রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক। এদিন মূলত চা শ্রমিকদের বকেয়া টাকা সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মলয় ঘটক জানান শ্রমিকদের ২৩৮ টাকার বদলে আজ ২৫০ টাকা পর্যন্ত তাদের মজুরি করা হয়েছে। পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের যা দাবি রয়েছে তার ওপর আবারো আলাপ আলোচনা করা হবে। তবে এই বিষয়ে চা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা জানান, শ্রম মন্ত্রী যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে তারা সহমত নয়।

ছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার প্যারাটিচার

শিলিগুড়ি ঃ স্কুল ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠলো এক স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার রাজগঞ্জের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক ও পড়ুয়ারা।যদিও এদিন অভিযুক্ত ওই শিক্ষক স্কুলে আসেননি বলেই জানা গিয়েছে। তবে অনন্য শিক্ষকদের স্কুল ঘরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় বিক্ষোভকারীরা।অভিযুক্ত শিক্ষকের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন অভিভাবকেরা।জানা গিয়েছে, খুরশিদ আলম নামে ওই শিক্ষক বেশ কয়েক বছর ধরে ওই বিদ্যালয়ে প্যারাটিচার হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন। স্কুলের কাছেই তার বাড়ি। অভিভাবকদের অভিযোগ, ওই শিক্ষক বহুদিন ধরেই ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে আসছেন। এই বিষয়টি কয়েকজন ছাত্রী তাদের পরিবারের সদস্যদের জানায় । এরপরই এদিন অভিভাবকরা স্কুলে এসে অন্য শিক্ষকদের স্কুলের একটি ঘরে আটকে রেখে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবি তোলেন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মিলনপল্লী ফাঁড়ির পুলিশ ও সর্বশিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত প্রকল্প আধিকারিক রাজীব চক্রবর্তী।ওই স্কুলের এক শিক্ষিকা জানান, গতকাল একজন অভিভাবক এসে প্রথমে বিষয়টি জানান। পরে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে তারাও বিষয়টি স্বীকার করে। শিশুরা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলবে না। মারাত্মক অভিযোগ। ঘটনাটি সঠিক হয়ে থাকলে প্রশাসন যা ব্যবস্থা নেবে তাতে আমরা রাজি আছি।অন্যদিকে সর্বশিক্ষা মিশনের আধিকারিক রাজীব চক্রবর্তী বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে অভিভাবকদের। পাশাপাশি বিষয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জেলা পরিষদ পরিদর্শক ও সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিককে জানানো হয়েছে।ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৃষকদের মধ্যে উন্নত মানের পাট বীজ এবং উন্নত মানের কীটনাশক বিতরণ

মালদা ঃ কৃষকদের মধ্যে উন্নত মানের পাটের বীজ বিতরণ এবং কিছু উন্নত মানের কীটনাশক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় গাজোল ব্লক সহ কৃষি দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেজিনা পারভিন গাজোল ব্লক এ ডি এ মাসিদুল রাকিব সহ অন্যান্য আধিকারিক বিন্দু । গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেজিনা পারভীন বলেন গাজোল ব্লক সহ কৃষি দপ্তরে কৃষকদের মধ্যে উন্নত মানের পাটের বীজ ও কীটনাশক দেওয়া হয় ।যে কীটনাশক জৈব প্রক্রিয়ায় তৈরি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নয় । উন্নত মানের বীজ পেয়ে কৃষকরা খুশি প্রকাশ করেন। তারা উন্নত মানের পাট উৎপাদন করে স্বনির্ভর হতে পারবেন । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংেদাপাধ্যায় কৃষকদের জন্য প্রচুর উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করেছেন । কৃষকদের পাশে তিনি আছেন এবং থাকবেন।

বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ বিজেপির

কোচবিহার ঃ বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হলো বিজেপি। বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে বিজেপি কর্মীরা। উল্লেখ্য গত ৫ই মার্চ তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের ধলপল এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নদী ভাঙ্গতি এলাকার ৯২১৪ নম্বর বুথে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগ তুলে ক্যাম্প বন্ধ করে দেয় স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। পরবর্তীতে তাদের উপস্থিতিতে পুনরায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চালু হয়।বিজেপির দাবি এই ঘটনার পর থেকে বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর পাশাপাশি এলাকায় ঢুকে রাতের অন্ধকারে পুলিশি অত্যাচার করছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে এসে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।পাশাপাশি তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশনও প্রদান করে বিজেপি।

নিশীথের কনভয়ে হামলার ঘটনায় CBI তদন্তের নির্দেশ খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

কোচবিহার ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে দিলো সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টেই মামলা ফেরানো হলো।বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। গাড়িতে হামলা ও মারধরের অভিযোগে কতগুলি এফআইআর করা হয়েছে, সেই তথ্য এদিন আদালতে পেশ করা হয়। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, আপাতত রাজ্য পুলিশ ওই মামলায় তদন্ত করবে। পরবর্তীতে সিবিআই তদন্তের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, তা হাইকোর্ট ঠিক করবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য।গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের পক্ষের বক্তব্য ছিল,তৃণমূলের সমর্থকরা নয়, বিজেপির সমর্থকরা প্ররোচণা দিয়েছিল। আর সেই কারণেই নাকি হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই মামলায় ঘটনার পিছনে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট।এবার হাইকোর্টের সেই নির্দেশ খারিজ হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে।

এমপি কাপ ফুটবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজগঞ্জের দল ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব মাঠে ৮ই এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রথম এমপি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজগঞ্জের দল। বুধবার বিকেলে প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে জলপাইগুড়িকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রাজগঞ্জ। ফাইনাল ম্যাচ দেখতে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব মাঠে প্রচুর ভিড় দেখা যায়। সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় সহ বিএসএফের বিভিন্ন আধিকারিকরা ম্যাচটি দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম এমপি কাপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দুই ধরনের খেলার আযোজন করা হয়। ভলিবল এবং ফুটবল। মিলন সংঘ মাঠে ভলিবলের আযোজন করা হয়। সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয় জলপাইগুড়ি। বুধবার ছিল ফাইনাল ফুটবল ম্যাচ। ফাইনালে জলপাইগুড়ির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে রাজগঞ্জের দলকে। রাজগঞ্জ জলপাইগুড়িকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে। ৮ ই এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত ৫ দিনের জন্য জলপাইগুড়িতে এটি প্রথম ধরণের ইভেন্ট ছিল। এজন্য সাংসদ জয়ন্ত রাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শহরের ক্রীড়াপ্রেমীরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বছরে আরও ২০ লক্ষ যাত্রী ওড়ানোর 'অন্তর্বর্তী' সম্প্রসারণ কলকাতা বিমানবন্দরে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আরও যাত্রী ও ফ্লাইটগুলিকে পরিচালনা করার জন্য একটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন।বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সম্প্রসারণের অংশ হিসাবেবিমানবন্দর টার্মিনালে প্রতি বছর আরও ২০ লক্ষ যাত্রী পরিচালনা করার জন্য জায়গা থাকবে। রানওয়ের ক্ষমতাও ঘণ্টায় ৩৫টি ফ্লাইট থেকে ঘণ্টায় ৪৫টি ফ্লাইটে উন্নীত করা হচ্ছে।

যদিও বর্তমান ক্ষমতা এখন ফ্লাইট এবং যাত্রীর সংখ্যার জন্য যথেষ্ট, তবে আমাদের অদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে হবে যখন সংখ্যা বাড়তে বাধ্য। কোভিড মহামারীর পরে, কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর সি পট্টভী সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন।অব্যবহৃত জায়গা ব্যবহার করে এবং ভবনে একটি ছোট এক্সটেনশন নির্মাণ করে টার্মিনালের সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে কর্তৃপক্ষ। একটি অতিরিক্ত ট্যাক্সিওয়ে এবং তিনটি অতিরিক্ত দ্রুত প্রস্থান ট্যাক্সিওয়ে তৈরি করা হচ্ছে যাতে দ্রুত টেক অফ করা যায় এবং বিমান অবতরণের পর রানওয়ে খালি করতে সময় কমাতে পারে।

টার্মিনাল ক্ষমতা ঃ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন যাতে এটি প্রতি বছর আরও ২০ লক্ষ যাত্রীযাত্রীর চাপ সামলাতে পারে।বর্তমানে কলকাতা বিমানবন্দরের টার্মিনাল বছরে ২ কোটি ৬০ লক্ষ যাত্রী পরিচালনা করতে সক্ষম।

আমরা আন্তর্জাতিক বিভাগের পাশে একটি কাঠামো তৈরি করে টার্মিনালে ৪,০০০ বর্গ মিটার এলাকা যুক্ত করার পরিকল্পনা করছি। একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, বর্তমান টার্মিনালটি নতুন কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করা হবে, বিমানবন্দরের পরিচালক সি পট্টভী সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান এরপর আন্তর্জাতিক বিভাগটি আরও স্থানান্তর করা হবে এবং দেশীয় উড়ানের বিভাগের জন্য আরও জায়গা তৈরি করা হবে, তিনি বলেছিলেন।

টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের অব্যবহৃত জায়গাও ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছে কর্তৃপক্ষ।আগমন বিভাগে কিছু কৃত্রিম জলাশয় রয়েছে। এগুলি অতিরিক্ত যাত্রী স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রস্থান এলাকার উপরের স্তরে কিছু অব্যবহৃত স্থানও রয়েছে। এটিও ব্যবহার করা যেতে পারে, একজন বিমানবন্দরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। শ্রী পট্টভী জানান আমাদের অতিরিক্ত গেট সহ বোর্ডিং এলাকায় আরও জায়গা থাকবে। এছাড়াও, নিরাপত্তা হোল্ড এলাকা স্থান বৃদ্ধি করা হবে।

প্রসঙ্গত এখনঅনেক যাত্রী অভিযোগ করেন যে পর্যাপ্ত কাউন্টার না থাকায় ঘরোয়া বিভাগে নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য তাদের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হয়।এই সম্প্রসারণ অন্তর্বর্তীকালীন এবং পরিকল্পিত সম্প্রসারণের অংশ নয়, যা পরে নেওয়া হবে, একজন কর্মকর্তা বলেছেন। সম্প্রসারণের পরবর্তী পর্যায়ে একটি দ্বিতীয় টার্মিনাল ভবন তৈরি হওয়ার কথা রয়েছে।

রানওয়ে ক্ষমতা ঃ কর্তৃপক্ষ রানওয়ের পরিচালন সক্ষমতা প্রতি ঘণ্টায় ৩৫ টি ফ্লাইট থেকে ৪৫টি ফ্লাইটে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছে। বিমানবন্দরটি এখন ভিড়ের সময় প্রতি ঘন্টা ৩০টি ফ্লাইট পরিচালনা করে, একজন কর্মকর্তা বলেছেন।প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি রানওয়ের উত্তর দিকের প্রান্তে পার্কিং বে'গুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এখন একটি ছেড়ে যাওয়া বিমান রানওয়েতে প্রবেশ করে এবং টেকঅফ রান শুরু করার আগে পিছনে চলে যায়। সমান্তরাল ট্যাক্সিওয়ে বিমানটিকে সরাসরি রানওয়ের প্রান্তে পৌঁছানোর অনুমতি দেবে এবং পিছিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, বিমানবন্দরের পরিচালক শ্রী পট্টভী বলেছেন। তিনি আরও বলেন,এছাড়াও, বেশ কয়েকটি বিমান ট্যাক্সিওয়েতে লাইনে দাঁড়াতে পারে এবং একের পর এক টেক অফ করতে পারে, এইভাবে সময় সাশ্রয় হয়।

রানওয়ের উত্তর প্রান্তে তিনটি দ্রুত এক্সিট ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। এখন, শুধুমাত্র একটি দ্রুত প্রস্থান ট্যাক্সিওয়ে আছে এবং এটি সর্বোত্তম পর্যায়ে ব্যবহার করা যাবে না এছাড়াও,একটি দ্রুত প্রস্থান ট্যাক্সিওয়ে একটি বিমানকে একটি বিস্তৃত কোণের কারণে অবতরণের পরে গতি না কমিয়ে রানওয়ে খালি করতে দেয়,একজন কর্মকর্তা বলেছেন।, একজন কর্মকর্তা বলেছেন।প্রায় নয় মাস ধরে, বাতাসের প্যাটার্নের কারণে উত্তর প্রান্ত থেকে ফ্লাইটগুলি কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করছে, তিনি জানান। জানা যাচ্ছে যে প্রযুক্তিগত ছাড়পত্র পাওয়ার পর নতুন ট্যাক্সিওয়ে এবং দ্রুত এক্সিট ট্যাক্সিওয়েগুলিকে ছয় মাসের মধ্যে চালু করার আশা করছেন বিমানবন্দর কতৃপক্ষ।

তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচাতে হরিণ আর ময়ূরকে খাওয়ানো হচ্ছে ও.আর.এস , ভিজে ছোলা , আখের গুড়

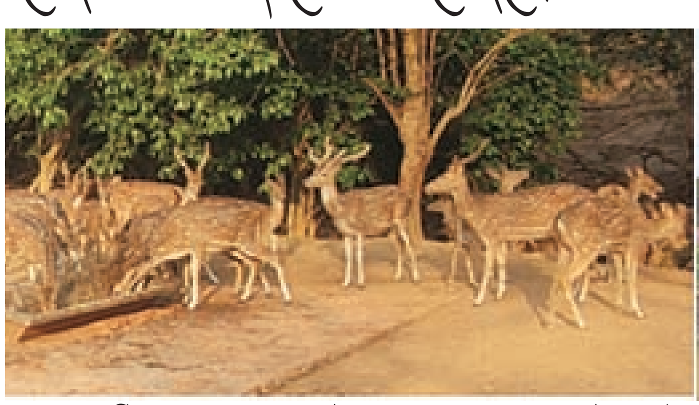

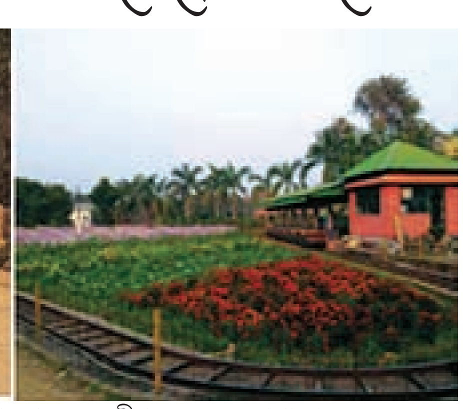

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ সমগ্র শিল্পাঞ্চল জুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে । তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই চুয়াল্লিশ পার । সকল পেরিয়ে বেলা গড়াতেই পথঘাট শুনশান । চৈত্র মাসে কয়েকদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত বাদ দিলে টানা ছয় থেকে সাত মাস বৃষ্টি নেই এলাকায়। পুকুর, কুযা শুকিয়ে কাঠ, পার্শ্ববর্তী দামোদর আর অজয় নদেও জল সীমিত।

এই পরিস্থিতিতে মানুষের সাথে সাথে পশুপাখীরাও পড়েছে চরম সমস্যায়। এই দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল লাগোয়া কাঁকসায় অবস্থিত দেউল পার্ক । ১৯৯২ সালে এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের শিবপুর বিটের অধীন দেউল পার্ক গড়ে উঠেছিল । এইখানে সংরক্ষিত অরণ্যে রাখা আছে হরিণ আর ময়ূর । এই দেউল পার্কে ৯৬ টি চিতল হরিণ রয়েছে আর রয়েছে শতাধিক ময়ূর । সাতটি চিতল হরিণ শাবক রয়েছে ।

বিট অফিসার অনুপ কুমার মন্ডল সহ ১৮ জন কর্মী দেখাশোনা করেন দেউল পার্কের পশুপাখীদের । তীব্র দাবদাহে পুড়ছে জঙ্গল । গাছে গাছে সেভাবে আসেনি পাতা । গরমে হাঁসফাঁস করছে পশুপাখীরা । আর দেউল পার্কের হরিণ আর ময়ূরদের সুস্থ রাখতে বনদপ্তর নিয়েছে বিশেষ উদ্যোগ । এদের দেওয়া হচ্ছে ও.আর.এস, আখের গুড় , ভিজে ছোলা , টাটকা শাকসবজি এবং বিটনুন । শরীরে জলের অভাব দূর করতেই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । চড়া রোদের তাপ এবং লু বইছে দুর্গাপুর শহর জুড়ে । এই চড়া রোদ আর লু বইবার কারনে পশুপাখিড়া অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পশু চিকিৎসকেরা । বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারনে ঘাস জন্মায় নেই ফলে হরিণদের টাটকা খাবারেও টান ধরেছে ফলে শরীরে জলের অভাব দেখা দেওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে । প্রতিদিন কড়া নজরদারি রাখছে বনকর্মীরা ।

বনদপ্তরের দুর্গাপুরের রেঞ্জ অফিসার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন চিকিৎসকদের পরামর্শে প্রতিদিন প্রায় ২০ প্যাকেট ও আর এস দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও দেওয়া হচ্ছে গ্লুকোজ , সবুজ শাকসবজি , আখের গুড় , ছোলা দেওয়া হচ্ছে । তিনি জানান মে - জুন মাস পর্যন্ত এভাবেই চলা হবে চিকিৎসকদের পরামর্শে । কচিপাতা সংগ্রহ করেও দেওয়া হচ্ছে হরিণদের বলে জানান তিনি ।

দুর্গা বাড়ি র নব বর্ষ ১৪৩০ সনের এর প্রথম দিন

পোটকা ঃ দুর্গা বাড়ি প্রাঙ্গণে বছরের প্রথম দিন শুরু হয় নতুন আনন্দ ও উৎসব নিয়ে ।

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সন্ধ্যা ০৭.০০ থেকে শুভারম্ভ হয় গুরুজনদের কে প্রণাম জানিয়ে, সম বয়সীদের শুভেচ্ছা ও ছোটদের প্রীতি, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা দিয়ে । এর পর নিজের কথা রাখেন দেন আমাদের প্রিয় শ্রী সুবোধ গড়াই দা । এর পর আমাদের গুরু জনদের দিয়ে দুর্গা বাড়ি নব বর্ষ এর নামে কেক কাটিয়ে আমরা এই পর্ব কে আরো আলোকিত করে তুলি । এর পর একের পর এক আলাদা আলাদা ভাবে শুরু করা হয় অনুষ্ঠান । এই স্মৃতি গুলো কে আগামী সময়ের জন্য বেঁধে রাখার জন্য তোলা হয় পুরুষদের ও মহিলাদের আলাদা আলাদা ভাবে ফটোগ্রাফ, অবশ্যই ভীড় এতই ছিল যে একটা ফ্রেমে সবাইকে নিয়ে আসা কষ্টকর হচ্ছিলো। যাই হোক, এর পর আমরা করি দূর্গাবারী বাংলা ক্যালেন্ডার এর উদযাপন যা তুলে ধরা হয় আসা প্রত্যেকটি পরিবারের হাতে হাতে।

এর পর শুরু হয় শ্রীমতী মমতা পতি দি র দ্বারা কয়েকটি মন মাতানো গান ও এর পর আমাদের সবার প্রিয় গুরুজন ও দাদা শ্রী সুবোধ গড়াই দা শোনান মন ছোঁয়ানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা আবৃত্তি। দুর্গা বাড়ি মঞ্চ থেকে অনুরোধ জানানো হয় যারা বাংলা শেখানোর ও শেখার উদ্দেশ্যে যে যে নাম দিতে চায় সে নিজের নাম নির্দ্বিধায় বয়সের কোনো সীমা ছাড়িয়ে দুর্গা বাড়ি তে এসে লিখিয়ে যায় । এর পর শুরু হয় আনন্দের ও নাচ - গানের সাথে সাথে সুস্বাদু নৈশ্য ভোজের ব্যাবস্থা যার উপভোগ আসা প্রত্যেক জন করেন এবং এই ভাবে আমরা নতুন বছরের শুভসূচনা করি এবং আশা করি আগামী দিনে সবাই যেনো এই ভাবেই হাসি খুশি, সমৃদ্ধি ও এক জন আরেকজনের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে চলে ।

'আপনি ঘরের লক্ষীকে চোর সাজিয়েছেন', অভিষেককে নজিরবিহীন আক্রমণ শুভেন্দুর

কলকাতাঃ স্যাণ্ডো গ্যাঞ্জিতে যেদিন বুক পকেট লাগবে, গোরুর গাড়িতে যেদিন হেডলাইটের দরকার হবে সেদিন উনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠিক এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তীব্র আক্রমণ তাঁর। একেবারে ব্যক্তিগত আক্রমন বিরোধী দলনেতার। আজ সোমবার বাঁকুড়ার ওন্দায় এক সভায় যোগ দেন বিরোধী দলনেতা উল্লেখ্যল, গত কয়েকদিন আগেই বাঁকুড়াতেই সভা করতে যান অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়। আর সেই সভার পালটা হিসাবেই আজ সোমবার বাঁকুড়া পৌঁছন বিরোধী দলনেতা। আর সেখানেই কার্যত পদযাত্রা করে শক্তি প্রদর্শন করেন তিনি। পাশাপাশি একটি সভাতেও যোগ দেন।

আর সেই সভা থেকেই তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান বিরোধী দলনেতা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, স্যাণ্ডো গ্যাঞ্জিতে যেদিন বুক পকেট লাগবে, গোরুর গাড়িতে যেদিন হেডলাইটের দরকার হবে সেদিন উনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। এমনকি 'কে হরিদাস পাল মমতা ব্যানার্জী' বলেও মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন তিনি। একই সঙ্গে এরাজ্য তথা বাঁকুড়ায় কোন প্রশাসনিক কাজে বিজেপি বিধায়ক, সাংসদদের ডাকা হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। পাশাপাশি অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের পাপ মন্তব্যেরও তীব্র সমালোচনা করেন নন্দীগ্রামের এই বিধায়ক। পাশাপাশি দলীয় জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একটি কাগজ দেখিয়ে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়কে কড়া আক্রমণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি সৌমিত্র খাঁ'কে করা ব্যক্তিগত আক্রমণেরও জবাব দিয়েছেন তিনি। বলেন, বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ 'ঘরের লক্ষীকে আটকে রাখতে পারেননি, তবে আপনি ঘরের লক্ষীকে চোর সাজিয়েছেন'। শুধু তাই নয়, বিজেপি নেতার কথা অনুযায়ী, সৌমিত্র খাঁ বাড়ির লক্ষ্মীকে রাখতে পারেনি তিনি আইন মেনে ডিভোর্স দিয়েছেন। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি আপনি কী করেছেন? বাড়ির লক্ষ্মীকে চোর সাজিয়ে কয়লার তোলা তুলিয়েছেন'। সম্প্রতি এই ওন্দাতেই 'সৌমিত্র খাঁ ঘরের লক্ষীকে আটকে রাখতে পারেননি' বলে মন্তব্য করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সেখানে দাঁড়িয়ে সৌমিত্র খাঁ'কে পাশে নিয়ে তারই জবাব শুভেন্দু অধিকারী দিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল। পাশাপাশি 'আজকেও একটা উইকেট গেছে' নিয়োগ দূর্নীতির অভিযোগে ধৃত বড়ঞার তৃণমূল বিধায় জীবনকৃষ্ণ সাহা নিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি। এদিন সভা শুরুর আগে ওন্দা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে সবূজী বাজার পর্যন্ত মিছিলে পথ হাঁটেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের সভায় শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, দলের বাঁকুড়ার বিধায়করা সহ দলীয় পদাধিকারীরা।

'আমার অনেক ক্ষতি করেছে, কোনও সম্পর্ক নেই', জীবনকৃষ্ণের গ্রেফতারির পর মুখ খুললেন বাবা

মুর্শিদাবাদ ঃ প্রকাশ্যে ছেলের বিরুদ্ধে রাগ ক্ষোভ অভিমান উগরে দিলেন বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ দাসের বাবা। ছেলে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক হলেও বাবা কিন্তু থাকেন কেষ্টর গড় বীরভূমে। সাঁইথিয়ায় বাড়ি তাঁর। সেখানেই ব্যবসা করেন। ছেলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ দাসকে আজ সকালে গ্রেফতার করে সিবিআই। ইতিমধ্যেই ৪ দিনের হেফাজতে পেয়েছে তাঁকে। ছেলের গ্রেফতারিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন তাঁর বাবা। উল্টে ছেলের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ রাগ উগরে দিয়েছেন তিনি। দিনভর দফায় দফায় সংবাদ মাধ্যম হাজির হয়েছিল তাঁর বাড়িতে। যে সংবাদ মাধ্যমই তাঁর বাড়িতে গিয়েছে। সেই সংবাদ মাধ্যমই তাঁর বিরুদ্ধে সব ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। তিনি তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, বিধায়ক হলেও ছেলে তাঁদের কোনও দিন কোনও সাহায্য করেনি। উল্টে ব্যবসার অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে। ভয় দেখাত। এমনকী মারধরও করত বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। জীবনকৃষ্ণ মা এবং বোনও একই কথা বলেছেন। তাঁরাও বলেছেন জীবন কৃষ্ণর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই তাঁদের নেই। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। টিভিতেই তাঁরা সব দেখতে পাচ্ছেন। এমনকী তাঁর বোনও দাদার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই বলেই দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন টিভিতে দেখে লজ্জা লাগছে ঠিকই কিন্তু কোনও সম্পর্কই তাঁদের সঙ্গে জীবনকৃষ্ণের ছিল না। নিয়োগ দুর্নীতিতে মুর্শিদাবাদের বহু মাথা এবার সামনে আসবে, বাবা জীবন কটাক্ষে বার্তা অধীরের কেষ্টর সহযোগী ছিলেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেফতারির পর থেকেই সিবিআইয়ের স্ক্যানারে ছিলেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি গরুপাচার কাণ্ডেও যোগ ছিল তাঁর। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন বীরভূমেও বিপুল সম্পত্তি রয়েছে জীবনকৃষ্ণর। নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন তিনি। তাঁর দুর্নীতি ছাপিয়ে গিয়েছে কুন্তল অয়নের দুর্নীতিকেও জীবনকৃষ্ণের বাড়ি থেকে তিন ব্যাগ নথি উদ্ধার করেছে সিবিআই। ৬৬ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়েছে তার বাড়িতে। পুকুরের জল ছেঁচে ফেলে দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে তার দুটো মোবাইল। পয়লাবৈশাখের দিন থেকে সিবিআই তাঁকে জেরা করছে। জেরা করার সময় বাথরুম যাওয়ার নাম করে নিজের মোবাইল দুটি বাড়ির পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। তারপরে বুল্ডোজার এনে পাম্প এনে জল পরিস্কার করে কাদামাটি ঘেঁটে বের করা হয় মোবাইল ফোন দুটি।

ইডি সিবিআই জেরার রায়ে স্থগিতাদেশ, সুপ্রিমকোর্টে স্বস্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা ঃ সপ্রিম কোর্টে স্বস্তি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের। বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলীর নির্দেশের অপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল শীর্ষ আদালত। পরবরতী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে স্থগিতাদেশ। হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি সিবিআই জেরায় ছাড়পত্র দিয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার তৃণমূল কংগ্রেস যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য তার উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে। এমনকী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য তাঁর উপরে চাপ তৈরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন কুন্তল ঘোষ। তার সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন প্রয়োজনে ইডি সিবিআই জেরা করতে পারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে কুন্তল ঘোষকেও জেরা করা হোক বলে পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন তিনি। হাইকোর্টের বিচারপতির এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের উপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। এবং পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। কাজেই ইডি সিবিআই জেরা নিয়ে কিছুটা হলেও সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ মিনারে সভার দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ থেকে অভিযোগ করেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃতদের উপর চাপ দিয়ে তাঁর নাম বলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঠিক তার পরের দিনই আদালতে পেশ করার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নিয়োগ কাণ্ডে গ্রেফতার তৃণমূল কংগ্রেস যুবনেতা দাবি করেন, তাঁকে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য চাপ দিচ্ছে ইডি। তারপরেই কুন্তল ঘোষ ইডির বিরুদ্ধে আলিপুর আদালতের বিচারকের কাছে নালিশ জানিয়ে চিঠি পাঠান। সেই চিঠির প্রেক্ষিতেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন, প্রয়োজনে ইডি সিবিআই জেরা করতে পারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এমনকী কুন্তল ঘোষকেও সিবিআই জেরা করতে পারে। আপনি আগে অগ্নিপরীক্ষা দিন! ফের বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ কুণালের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় টার্গেট করে রেখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেকারণে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

কেন বিদেশী কোম্পানির নির্বাহীরা ঘন ঘন চীনে আসছেন?

বর্তমানে বিদেশী কোম্পানির নির্বাহীরা চীন সফরের ঢেউ শুরু করছেন। অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চীনের দুই অধিবেশনের পর প্রায় একশ' বিখ্যাত বিদেশী কোম্পানির নির্বাহী চীন সফরে এসেছেন। চীন উন্নয়ন ফোরাম থেকে বোআও এশীয় ফোরাম এবং চীনা বিনিযোগের বছর পর্যন্ত, ঘন ঘন বিদেশী কোম্পানির নির্বাহীরা সম্মেলনে অংশ নেয়া, পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎকার দেয়া, সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা এবং বাজারে যাওয়াসহ বাস্তব কার্যক্রমের মাধ্যমে চীনকে খতিয়ে দেখেন এবং চীনের দাম বাড়ান। চীনের বসন্তের জাগরণের প্রাচুর্য আরও বেশি অতিথিদের আকর্ষণ করছে। বহু আন্তঃসীমান্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা ঘন ঘন চীনে আসছেন। আর তালিকাটি ক্রমশ বড় হচ্ছে। বেইজিং তিও ইয়ু থাই রাষ্ট্রীয় অতিথি হোটেল থেকে হাইনান বোআও এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত, বিদেশী কোম্পানির নির্বাহীরা চীনা মাটির বিভিন্ন আর্থবাণিজ্যিক ফোরাম ও কারখানাগুলোয় ব্যস্ত। চলতি বসন্তকালে চীনে আসা এক ধরণের প্রবণতায় পরিণত

হয়েছে। পুনরায় চীনে আসা বিদেশী কোম্পানির নির্বাহীরা পৃথক পৃথকভাবে চীনে বিনিয়োগের ওপর গুরুত্ব এবং প্রত্যয় প্রকাশ করেন। অ্যামওয়ে'র সিইও মিলিন্দ প্যান্ট জানান, চীন উত্তেজনাপূর্ণ বিনিয়োগের স্থান। পাশাপাশি, বিশ্ব অর্থনীতিকে পতন থেকে মুক্ত করার শক্তিশালী ইঞ্জিন। নতুন ও উচ্চমানের উন্নয়ন সুযোগ আমাদের উত্তেজিত করে। সোয়ার গ্রুপের সিইও মার্লিন সোয়ার বলেন, চীনের আধুনিকায়ন মানে চীনা জনগণের সুন্দর জীবনের প্রতি বাড়তে থাকা প্রতীক্ষা। এটা আরও উঁচু মানের পণ্য ও পরিষেবা প্রদানকারী আন্তঃসীমান্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরাট উন্নয়ন স্পেস সরবরাহ করে। পাশাপাশি, দীর্ঘকাল ধরে সোয়ার গ্রুপ চীনে বিনিয়োগের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। বহু আন্তঃসীমান্ত প্রতিষ্ঠান চীনা বাজার গভীর করার প্রত্যয় দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে চীনা বাজারের প্রতি ভোট দেয়। অ্যাস্ট্রাজেনেকা বিনিয়োগ করে শানতোং প্রদেশের ছিংতাও শহরে কারখানা নির্মাণ করেছে। বিনিয়োগের মোট পরিমাণ প্রায় ৪৫ কোটি মার্কিন ডলার। অ্যামওয়ে কুয়াংচৌএ তার উৎপাদন ঘাঁটির আপগ্রেড ও পুনর্নির্মাণ করতে আরও ৬০ কোটি ইউয়ান বিনিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে। যাতে শিল্পেশিল্পে গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতা এবং ফলাফল রূপান্তর ত্বরান্বিতকরণ স্বাস্থ্য শেয়ার প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করা যায়। ২০২২ সালের শেষ নাগাদ চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) ১৬০টির বেশি চীনে বিনিয়োগকারী বিদেশী কোম্পানি এবং বিদেশী বাণিজ্যিক সমিতির প্রতি দ্রুত জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে ৯৯.৪ শতাংশ ২০২৩ সালে চীনের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের প্রতি আত্মবিশ্বাসী। চীনে বিনিয়োগ করার পাশাপাশি চীনের উন্নয়ন লাভ ভাগাভাগি করতে থাকবে। এছাড়া, তাদের মধ্যে ৯৮.৭ শতাংশ চীনে তাদের বিনিয়োগ বজায় রাখবে বা সম্প্রসারণ করবে। বর্তমানে চীনের অর্থনীতি স্পষ্টভাবে স্থিতিশীল ও সমবেত হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইতিবাচকতা অব্যাহতভাবে উদ্দীপ্ত করা হচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে চীন প্রায় ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের বিদেশি পুঁজি ব্যবহার করেছে। যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির প্রবণতা বজায় রেখে ছিল এবং বিদেশি বিনিযোগের জন্য চীনের শক্তিশালী চুম্বকীয় আকর্ষণ আবারও প্রদর্শন করা হচ্ছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টালিনা জর্জিভা বলেছেন, চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবণতা সুষ্ঠু রয়েছে। চলতি বছর বিশ্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে এর অবদান হার এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম করবে। যা অন্যান্য দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সরবরাহ করবে। ২০২৩ সালে সরকারি কার্যবিবরণীতে বলা হয়, আরও বেশি মাত্রায় বিদেশি পুঁজি আকর্ষণ ও ব্যবহার করা হবে। জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশনের পরিচালক জেং শানচিয়ে চীন উন্নয়ন ফোরাম২০২৩ বার্ষিক সম্মেলনে বলেন, চীনের সঙ্গে যাওয়ার মানে সুযোগের সঙ্গে যাওয়া। চীনে বিনিয়োগ করা মানে ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করা।

জানা অজানা

যুগান্তকারী সাফল্য চীনের 'কৃত্রিম সূর্যের'

চীনের 'কৃত্রিম সূর্য' বুধবার ৪০৩ সেকেন্ডের জন্য একটি স্থির স্থিতি উচ্চ কনফাইনমেন্ট প্লাজমা অপারেশন সম্পন্ন করেছে। এটাকে ফিউশন চুল্লির বিকাশের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এক লাখ ২০ হাজারেরও বেশি শটের পর 'কৃত্রিম সূর্য' অর্থাৎ 'পরীক্ষামূলক অগ্রসর সুপারকন্ডাক্টিং টোকামাক (ইএএসটি)' এ সাফল্য অর্জন করে। এর আগে ২০১৭ সালে এ কৃত্রিম সূর্য ১০১ সেকেন্ডের জন্য কনফাইনমেন্ট প্লাজমা অপারেশন সম্পন্ন করেছিল। কৃত্রিম সূর্যটি হেফেইতে চীনের বিজ্ঞান একাডেমির অধীন প্লাজমা ফিজিক্স ইনস্টিটিউটে অবস্থিত। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সামুদ্রিক পদার্থ ব্যবহার করে সূর্যের মতো পারমাণবিক ফিউশন তৈরি করার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তির একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের ব্যবস্থা করা। প্লাজমা ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের পরিচালক সুং ইউয়ুনথাও গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, উচ্চ কনফাইনমেন্ট প্লাজমা অপারেশনের সময় কণার তাপমাত্রা ও ঘনত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এটা ভবিষ্যতে ফিউশন পাওয়ার প্ল্যান্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং খরচ কমানোর ক্ষেত্রে একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করবে।

মিত্রদের প্রতি মার্কিন মনোভাব প্রকাশ করেছে 'গোপন নথি'

একদা ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতি ডোনাল্ড টাস্ক প্রশ্ন করেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মতো বন্ধু থাকলে, কার শত্রু দরকার?' তাঁর সেই প্রশ্ন আবারও আলোচনায় এনেছে সর্বশেষ ফাঁস হওয়া মার্কিন 'গোপন নথি'।

মার্চ মাসের শুরু থেকে বা তারও আগে খুবই গোপনীয় হিসেবে চিহ্নিত মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা নথি একের পর এক ইঃটারনেটে ফাঁস হয়েছে। এসব নথি রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে মার্কিন সরকারের গভীর সম্পৃক্ততা এবং ইউক্রেন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইসরায়েলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর নিবিড় নজরদারির কথা ফাঁস করে দিয়েছে। এক মাসেরও বেশি সময় প্রচারের পর এ ঘটনা পেন্টাগনের 'লিক গেট' হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে, যা ২০১৩ সালে উইকিলিকসের গোপন তথ্য ফাঁসের পর সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা।

লিলী
প্রাবন্ধিক

স্থানীয় সময় গত ১১ এপ্রিল মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন প্রথমবারের মতো 'লিক গেট' নিয়ে মন্তব্য করে বলেন, তিনি গোয়েন্দা তথ্য ফাঁসের এক মাস পর জানতে পেরেছেন। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এসব তথ্য প্রকাশকারীদের খুঁজে বের করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলেছে। তাদের এ আচরণ পরোক্ষভাবে এসব গোয়েন্দা তথ্যের সত্যতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের ওপর গোয়েন্দা তথ্যের প্রাণঘাতী প্রভাব স্বীকারের সমান।

কয়েক দশক ধরে মিত্রদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বিচার পর্যবেক্ষণ হলো ওপেন সিক্রেট। তবে, সর্বশেষ গোপন তথ্য লিক হওয়ার ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের মনে আঘাত হেনেছে। যেমন, প্রকাশিত নথিপত্রে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সংঘর্ষের খুঁটিনাটি বিষয়

আছে, ইউক্রেনের বাহিনীর বসন্তকালের আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা, ইউক্রেনকে পশ্চিমা দেশগুলোর সাহায্য, অস্ত্র হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া, নথিতে দেখানো হয়, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি'র ওপর সার্বিক নজরদারি করে। শুধু তাই নয়, ইসরাইলের বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং ইউক্রেনকে ধ্বংসের অস্ত্র দেওয়া বা না দেওয়া সংক্রান্ত দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তাদের গোপন আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণের অধীনে ছিল।

এসব তথ্য থেকে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সংঘর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের গভীর সম্পৃক্তা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা বোঝা যায়। যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রসহ কোনো একটি দেশকেও বিশ্বাস করে না। মিত্র দেশগুলোর নেতা বা যুদ্ধের পরিবর্তন, যাই হোক, তারাই যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার।

যুক্তরাষ্ট্র কেন নজরদারিতে এত আচ্ছন্ন? ইতিহাস থেকে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী চিন্তাধারায় মিত্রদের কোনো বাস্তব ধারণা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অ্যাজেন্সির (সিআইএ) সাবেক বিশ্লেষক রায়মোন্ড ম্যাকগোওয়ান যেমন বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তথা মিত্ররা আসলে তার দালাল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র অন্যদের ওপর নজরদারি শুরু করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র মিত্রদেরকে নিরাপত্তা এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান করার দাবি করেছিলো। তবে সময় পার হওয়ার সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ প্রকৃতি এবং আধিপত্যের আচরণ মিত্রদের স্বার্থের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে।

মিত্রদের মধ্যে যারা খুব বাধ্য নয়, তাদের সম্মুখীন হয়ে নিরঙ্কুশ নিরাপত্তার স্বার্থপরতার কারণে যুক্তরাষ্ট্র মিত্রদের প্রতি নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই নজরদারি আস্তে আস্তে এক ধরনের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হয়ে উঠেছে।

তা ছাড়া, নজরদারিও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক হাত দিয়ে আকাশ ঢেকে সারা বিশ্বে মুনাফা অর্জনের একটি মাধ্যম। ইউএস সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রাক্তন পরিচালক জেমস উলসি স্বীকার করেছেন, প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে ইউরোপীয় এয়ারবাস গ্রুপ থেকে সৌদি আরবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্ডার জিততে বোয়িংকে সাহায্য করেছে সিআইএ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের সঙ্গে জঘন্য আচরণ করেছে, সেগুলোর মধ্যে কেবল পর্যবেক্ষণ? বাস্তবতা প্রমাণ করেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তববাদ এবং সব কিছুকে ছাপিয়ে যাওয়া 'আত্মকেন্দ্রিকতার' মুখে বন্ধুত্বের নৌকাটি যে কোনো সময় উল্টে যেতে পারে। দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের মতে, 'যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু হওয়া বিপজ্জনক, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হওয়া আরও মারাত্মক।'

চীনব্রাজিল সহযোগিতা জোরদারের প্রত্যাশা করছে বেইজিং

চীন ও ব্রাজিলের মধ্যে দূরত্ব ১৮৮০০ কিলোমিটার। তারা পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের বৃহত্তম উন্নয়নশীল দুটো দেশ। ১২ এপ্রিল ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা তাঁর চীন সফর শুরু করছেন। এর মাধ্যমে সমুদ্রের ব্যবধান অতিক্রম করে দুটি দেশ আবার সহযোগিতা জোরদার করবে।

এটি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের চীনে তৃতীয় রাষ্ট্রীয় সফর এবং গত জানুয়ারিতে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ওই অঞ্চলের বাইরে তাঁর প্রথম সফর। চীনা জনগণের কাছে প্রেসিডেন্ট লুলা একজন পুরোনো বন্ধু। তিনি ২০০৮ সালে বেইজিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কার্যমেয়াদে চীনব্রাজিল সম্পর্কের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সালে চীন ব্রাজিলের প্রথম বাণিজ্যিক অংশীদারে পরিণত হয়েছে। গত ১৪ বছর ধরে এ অবস্থান বজায় রেখেছে চীন। ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্রাজিলের চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক পরিমাণ ১০ লাখ কোটি ছাড়িয়েছে।

গত জানুয়ারিতে ৭৭ বছর বয়সী লুলা তৃতীয়বারের মতো ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। তাঁর পুনঃনির্বাচনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, চীন ও ব্রাজিল বিশ্বজুড়ে প্রভাবশালী উন্নয়নশীল দুটো দেশ এবং গুরুত্বপূর্ণ বাজার। দেশ দুটি পারস্পরিক কৌশলগত অংশীদার। দু'দেশের রয়েছে অভিন্ন ব্যাপক স্বার্থ। গত ফেব্রুয়ারিতে ব্রাজিলে চীনা রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র গ্রহণের সময় প্রেসিডেন্ট লুলা বলেন, ব্রাজিল চীনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আদানপ্রদান, পারস্পরিক সহযোগিতা গভীর এবং দু'দেশের ব্যাপক উন্নয়ন আরও বেগবান করতে চায়।

প্রেসিডেন্ট লুলার গত মার্চ মাসের শেষ দিকে চীনে আসার কথা ছিল। তবে, শারীরিক অবস্থার কারণে সফর পিছিয়ে দেওয়া হয়। সেরে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সফরে আসেন। তাঁর সঙ্গে ২৭ জন সিনেটর ও প্রতিনিধি পরিষদের ১২ জন সদস্য চীনে এসেছেন। তাতে তাঁর চীন সফরের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

এবারের সফরে অর্থনীতি প্রাধান্য পাবে। বর্তমানে ব্রাজিল কোভিড১৯ মহামারির পর পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট লুলা ব্রাজিলের পুনরায় শিল্পায়ন বেগবান করছেন। এদিকে, চীন গুণগতমান সম্পন্ন এবং উচ্চমানের উন্মুক্তকরণ বেগবান করছে। তাই ব্রাজিলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জন্য অভিন্ন কল্যাণের সুযোগ প্রদান করবে বেইজিং। প্রেসিডেন্ট লুলা'র সফরের আগে ব্রাজিলের অনেক কর্মকর্তা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ইতোমধ্যেই বেইজিংয়ে পৌঁছেছেন।

লা অ্যাজেন্সি ইএফই এসএ বার্তাসংস্থা জানায়, এবার আগত ব্রাজিল চেম্বারের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ইতিহাসের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, যার পরিমাণ ২৪০ জন ছাড়িয়েছে। ব্রাজিলের কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী কার্লোস ফাভারো বেইজিংয়ে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় বলেছেন, 'আমরা চীনের সঙ্গে আরও সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গঠন করতে এবং দু'দেশের উৎপাদনের পরিমাণ ও সক্ষমতা উন্নত করতে চাই।'

দু'দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহায়তায় চীনব্রাজিল সহযোগিতা দিন দিন গভীর হয়েছে। দু'দেশের জনসাধারণও অনেক কাছে চলে এসেছে। ফুটবল, সাম্বা ও কাবাবের মাধ্যমে বর্তমানে চীনারা, বিশেষ করে তরুণরা ব্রাজিল সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পেরেছে। ব্রাজিলের ফ্লিপ ফ্লপ ও কফি বরাবরই চীনের ইকমার্স প্ল্যাটফর্মে জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছে।

একই সঙ্গে চীন সম্পর্কে মহাপ্রাচীর ও কুংফুং ছাড়া আরও অনেক কিছু জানতে পারছেন ব্রাজিলের জনসাধারণ। চীনা চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্রাজিলে খুব জনপ্রিয়। বর্তমানে দেশটিতে আনুষ্ঠানিক চীনা আকুপাংচার চিকিৎসকের পরিমাণ ১ লাখ ছাড়িয়েছে। 'মেড ই চায়না' পণ্যগুলো ব্রাজিলের লোকদের জীবন সুন্দর করছে। যেমন, চীনের রাষ্ট্রীয় গ্রিড সেদেশের উচ্চ ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন প্রকল্প এবং জল বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ নানা প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। ব্রাজিলে বিশ্ব কাপ এবং অলিম্পিক গেমসের স্টেডিয়াম নির্মাণপ্রকল্পে চীনা নির্মাণকারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট লুলা'র এবারের চীন সফরের ওপর ব্যাপক দৃষ্টি রেখেছে বিশ্ব। যার কারণ হলো পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের দুটি বৃহত্তম দেশ হিসেবে চীন ও ব্রাজিলের উন্নয়ন শুধু দেশ দুটি নয়, বরং বিশ্বের জন্য কল্যাণকর হবে।

গ্রামীণ সমৃদ্ধিকে বেগবান করছেফুল উপভোগ অর্থনীতি

বসন্তকাল হচ্ছে উষ্ণ এবং ফুল ফোটার সময়। চীনের জনপ্রিয় চেরি ব্লসম উপভোগের স্থান হিসেবে মার্চ মাস থেকে উহানে ৫ লক্ষাধিক চেরি ব্লসম গাছে ফুল ফোটে। এর মধ্যে ৮০টির বেশি প্রজাতি ও ১০ হাজারের বেশি চেরি ব্লসম চাষ করা তোংহু চেরি ব্লসম বাগানটি অনেক পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

ফুল উপভোগ করা ছাড়াও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, চেরি ব্লসম বাজার ও আউটডোর ক্যাম্পিংয়ের মতো থিম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উহানের চেরি ব্লসম ঋতুটি ভ্রমণ ও উপভোগ করার পাশাপাশি শোনা ও দেখা যাবে এবং স্বাদও গ্রহণ করা যাবে। প্রদেশের বাইরে বিশেষ পর্যটন দল এবং হংকং ম্যাকাও দল একটানা স্রোতে আসে। হোটেল, হোমস্টে ও খাদ্য শিল্প ফুল উপভোগ ঢেউএর চালনায় পুনরুজ্জীবিত হয়। বিপুল সংখ্যক চেরি ব্লসম অনুগামী ফুল উপভোগ অর্থনীতি ত্বরান্বিত করে। যা চলতি বছর হুপেই প্রদেশের অর্থনৈতিক সমাজ উন্নয়নের জন্য উজ্জ্বলতা যোগায়। অধিকতরভাবে বাজারের প্রাণশক্তি উদ্দীপ্ত করা এবং পর্যটন পণ্যভোগ সম্প্রসারণ করার জন্য চলতি বছরের মার্চ ও এপ্রিলে হুপেই ২০২৩ বসন্তকালে চেরি ব্লসম উপভোগ শীর্ষক ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক ও পর্যটন কার্যক্রম আয়োজন করে ১০ কোটি ইউয়ানের পণ্যভোগ টিকিট বরাদ্দ দেয়ার পাশাপাশি বিনামূল্য ভ্রমণ এবং অর্ধেক মূল্য ভ্রমণসহ বিভিন্ন প্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শাইয়াং জেলার রেপসিড চাষের আয়তন প্রায় ৪৭ হাজার হেক্টর। প্রতি বছরের মার্চ ও এপ্রিল মাসে সমুদ্রের মতো রেপসিড চীনের বিভিন্ন জায়গার পর্যটকদের আকর্ষণ করে। চলতি বছর অনুষ্ঠিত ১৫তম শাইয়াং রেপসিড পর্যটন উৎসব ও ২০২৩ হুপেই রেপসিড উৎসব ৩০ লাখ দেশিবিদেশি পর্যটকদের অভ্যর্থনা জানাবে এবং তাতে ৫০ কোটি ইউয়ান আয় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

খামারবাড়ি ও গ্রামীণ হোমস্টে থেকে বর্তমানে জনপ্রিয় স্বড্রাইভিং, ক্যাম্পিং ও হাইকিং পর্যন্ত, বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ফুল উপভোগ অর্থনীতির বিষয়কে সমৃদ্ধ করে। একই সঙ্গে গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের জন্য নতুন চালিকা শক্তি সরবরাহ করে। এক একটি ফুল সিয়াংচৌ অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। ফুল উপভোগ অর্থনীতির মাধ্যমে অঞ্চলটির ৩৮৩টি গ্রামের যৌথ অর্থনীতির বার্ষিক আয় ১ লক্ষাধিক হয়েছে। চেরি ব্লসম, রেপসিড ফুল ও রডোডেনড্রন প্রস্ফুটিত হয়। ফুল উপভোগ, বসন্ত আউটিং, দূরে ভ্রমণ ইত্যাদি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হুপেই প্রদেশের বসন্তকালে পর্যটনের জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে ফুল উপভোগ অর্থনীতি পর্যটন উদ্দীপ্ত করা এবং গ্রামীণ সমৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

সাময়িকী

চীনস্পেন সংস্কৃতি ও পর্যটন বছর মাদ্রিদে শুরু হয়েছে

চীনস্পেন সংস্কৃতি ও পর্যটনবর্ষ সম্প্রতি স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে শুরু হয়েছে। চীনের সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী হু হেপিং একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে দিয়ে স্পেন সফর করেন এবং স্পেনের জাতীয় কনসার্ট হলে অনুষ্ঠিত চীনা ও পশ্চিমা সংস্কৃতি ও পর্যটন বছরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও কনসার্টে যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হু হেপিং বলেন, চীন ও স্পেন উভয়ই দীর্ঘ ইতিহাস ও গভীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দেশ। আশা করা যায় যে দুই দেশ সাংস্কৃতিক ও পর্যটন বিনিময় ও সহযোগিতা সম্প্রসারিত করা, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পারস্পরিক শিক্ষাকে আরও গভীর করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ জনমতের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করার ক্ষেত্রে একে অপরের সাংস্কৃতিক ও পর্যটন বছর ধরে রাখার সুযোগ নেবে। যাতে চীন ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং মানবজাতির অভিন্ন লক্ষ্যের কমিউনিটি গড়ে তোলা যায়।

জিম ও'নিল
কলামিস্ট

স্প্যানিশ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের ভাইস স্পিকার এলিসো তার বক্তৃতায় বলেন, যদিও স্পেন ও চীন হাজার হাজার মাইল দূরে, তবুও দুই দেশের মানুষ একে অপরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রশংসায় ভরপুর। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিভিন্ন বৈশ্বিক ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়, চীন একটি সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি মডেল হতে পারে। স্পেন ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দু'পক্ষ যৌথভাবে সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক কার্যক্রমের একটি সিরিজ আযো়জন করেছে, যা দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও উন্নত করবে এবং যৌথভাবে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করবে।

বিভিন্ন জগতের প্রায় দুই হাজার অতিথি একসঙ্গে সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ করেন। একটি উষ্ণ ও প্রফুল্ল বসন্ত উৎসব ওভারচার দিয়ে কনসার্ট শুরু হয়। দুই দেশের অর্কেস্ট্রাদের সঞ্চিত নবনির্মিত সানশাইন উইল অলওয়েজ শাইন অন আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ চীনা ও পাশ্চাত্য সংগীতের বৈশিষ্ট্য একত্রিত করেছিল। পিকিং অপেরা কুই ফেই চুই জিউ' স্প্যানিশ দর্শকদের ঐতিহ্যবাহী চীনা অপেরা সংস্কৃতির অনন্য শৈলী দেখায় স্প্যানিশ গায়করা চীনা ও পাশ্চাত্যের ভাষায় 'আই লাভ ইউ চায়না' গেয়েছেন, তাদের গানের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের কথা জানিয়েছেন। দুই দেশের শিল্পীরা সংগীতের মাধ্যমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং শিল্পের মাধ্যমে তাদের হৃদয় বিনিময় করেছেন। চীনা ও পাশ্চাত্য সংগীতের উপাদানগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে তারা পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির পারস্পরিক একীকরণ এবং পারস্পরিক শিক্ষা তুলে ধরেছেন।

পাঠকের চিঠি

মোবাইলের কলার টিউনে করোনা সচেতনতা,তবুও কি আমরা সচেতন ?

বেশকিছুদিন একটি শব্দ সকলের কাছে বেশ পরিচিত লাভ করেছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা সোস্যাল নেটওয়ার্কের মারফত যা সংবাদপত্রের শিরোণামে জায়গা করেছে তা মারণ ভাইরাস নোবেল করোনা ভাইরাস। যার উৎপত্তি বিশ্বের জনবহুল দেশ চিনে । যা শুধু চিন দেশেই না সমগ্র ভারতবর্ষে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এখনো পর্যন্ত এই ভাইরাসের কবলে মারা গিয়েছেন অনেকেই। করোনো ভাইরাস নামটির মধ্যেই যেন এক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে আছে সকলের মনে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেছেন। নিঃশব্দেই মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ছে মারণব্যাধি এই ভাইরাস। ইতিমধ্যে এই ভাইরাসে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সকলের মনে। করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলো তৎপর হয়ে ওঠেছে। ভারতেও এই মারণ রোগ আটকাতে বিভিন্ন রাজ্যগুলোও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ।সরকারী দিক থেকে বিভিন্নভাবে জনগনকে সচেতন করা হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল গুলোতে তৈরি হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড।সম্প্রতি করোনা মোকাবিলায় জনসচেতনতা বাড়াতে এক অভিনব উদ্যোগ বেছে নিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। জনসাধারণকে সচেতন করতেই চিরপরিচিত মোবাইলকেই বেছে নিয়েছেন তারা। সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী মোবাইল পরিষেবায় গ্রাহকের নম্বরে কলার টিউনে সংযুক্ত হয়েছে করোনার সচেতনতাবাণী। আজ মোবাইল যখন প্রতিটি নাগরিকের কাছে প্রয়োজনীয় একটি গণযোগাযোগ মাধ্যম সেখানে মোবাইলে ফোন করলেই একটি কলারটিউন বাজছে। সেখানে করোনা ভাইরাস নিয়ে একটি সাবধান করা হচ্ছে সেই বার্তায়। যেখানে বার্তায় বলা হচ্ছে,করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে,কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেইসব সতর্কবাণী,আছে ভ্যাকসিনের কথাও। করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করে সুস্থ থাকুক সকলে।

শংকর সাহা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

৬৫ ঘণ্টা জেরা, পুকুরে ফোন, তৃণমূল বিধায়ক গ্রেপ্তার

কলকাতা ঃ ৬৫ ঘণ্টা ধরে জেরার পর তৃণমূলের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেপ্তার করলো সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূলের তৃতীয় বিধায়ক গ্রেপ্তার হলেন।

এর আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুই সাবেক মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও মানিক ভট্টাচার্য। এবার গ্রেপ্তার হলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ। তাকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে রীতিমতো নাটক হয়েছে।

এর আগে হুগলির যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে জেরা করার সময় বেশ কিছু এজেন্টের নাম জানতে পারেন সিবিআই তদন্তকারীরা। তার মধ্যে একজন হলো বড়ঞার বাসিন্দা কৌশিক ঘোষ। সেই সূত্র ধরেই জীবনকৃষ্ণের নাম উঠে আসে।

গত শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ ছয়জন সিবিআই কর্মকর্তা জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে যান। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। চলে তল্লাশি। ৬৫ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চলে। তারপর সোমবার ভোর পাঁচটা নাগাদ বিধায়ককে গ্রেপ্তার করে সিবিআই।

তার আগে শুক্রবারই উদ্ধার হয় বেশ কিছু নথি, হার্ডডিস্ক ও প্রিন্টার। সিবিআই তার শ্বশুর সেন্টু সাহার বাড়িতেও তল্লাশি শুরু করে। নবগ্রামের বিধায়ক কানাই মণ্ডলের বাড়িতেও সিবিআই গিয়েছিল। কিন্তু তিনি বাড়ি ছিলেন না। তাই আধিকারিকেরা তল্লাশি করতে পারেননি।

জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে নাটক চরমে ওঠে শুক্রবার বেলা তিনটে নাগাদ। সেসময় শরীর খারাপের কথা বলে বিধায়ক বাথরুম যেতে চান। তারপর বাড়ির ছাদে উঠে তিনি তার দুইটি মোবাইল উত্তরদিকের পুকুরের জলে ফেলে দেন বলে অভিযোগ।

এরপর তার মোবাইলের খোঁজ শুরু হয়। মেটাল ডিটেক্টর আনা হয়। সেই তল্লাশি রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। বিধায়ক কেন একাজ করলেন, তা জানতে চান তদন্তকারীরা। রাত সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু হয়, পুকুরের জল তুলে ফেলার কাজ। শনিবার সকালে সিবিআই আধিকারিকেরা জানতে পারেন, শুধু দুইটি মোবাইল নয়, একটি পেনড্রাইভ, একটি হার্ডডিস্কও পুকুরের জলে ফেলা হয়েছে। এরপর আরো দুইটি পাম্প দিয়ে জল পুরোপুরি তুলে ফেলার কাজ শুরু হয়। আরো কয়েকটি মেটাল ডিটেক্টর আনা হয়। শনিবার দুপুর তিনটে নাগাদ কী করে পুকুরে মোবাইল ফেললেন বিধায়ক, সেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ শুরু করে সিবিআই। এই সব যখন চলছে, তখন বিধায়কের স্ত্রীর সিঁদুরের কৌটো থেকে উদ্ধার হয় মেমরি কার্ড।

পুকুরের জল পুরোপুরি ছেঁচে ফেলে মোবাইলের খোঁজ চলতে থাকে। স্থানীয় মানুষ কাদায় নেমে মোবাইল খুঁজতে থাকেন। প্রথমে তা পাওয়া যাচ্ছিল না। ৩২ ঘণ্টা পরে কাদার মধ্যে থেকে একটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। বিধায়ক তা চিহ্নিত করেন। তবে সিবিআই মনে করছে, ওই মোবাইলটি বিধায়কের স্ত্রীর। অন্য মোবাইলের খোঁজ চলছে।

এদিকে শনিবার দুপুরে জীবনকৃষ্ণের বাড়ির পিছন থেকে ছয়টি বস্তায় রাখা প্রচুর নথিপত্র উদ্ধার করা হয়। তার মধ্যে তিন হাজার চারশ চাকরিপ্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড ও রোল নম্বর সংক্রান্ত তথ্য আছে। জীবনকৃষ্ণের কম্পিউটার ও নোটপ্যাড পরীক্ষা করে দেখা হয়। রোববার বিকেলে মাটি কাটার যন্ত্র ও ট্র্যাক্টর নিয়ে খোঁজ শুরু হয়।

রোববার রাতে সিবিআইয়ের বিশেষ দল বিধায়কের বাড়িতে আসে। ভোর পাঁচটা নাগাদ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে তাকে নিয়ে সিবিআইয়ের পাঁচটি কনভয় চলে যায় দুর্গাপুরে। জীবনকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করার আগে সিবিআই স্পিকারকে জানায়নি। এর আগেও স্পিকারকে না জানিয়ে পার্থ, মানিকদের গ্রেপ্তার করে সিবিআই। এনিয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সিবিআই ও ইডির কর্মকর্তাদের বিধানসভায় ডেকেও পাঠিয়েছিলেন। স্পিকার জানিয়েছেন, তাকে সিবিআই এখনো কিছু জানায়নি। তার আশা, রিসিভিং দপ্তরে সিবিআই গ্রেপ্তারির কথা জানিয়ে দেবে।

ফের অগ্নিকাণ্ড, এবার উত্তরার বিজিবি মার্কেটে

ঢাকা ঃ রাজধানীতে আগুন লাগা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে ঠেকেছে! রাজধানীর উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে হাউজ বিল্ডিং এলাকায় লাগা আগুন প্রায় এক ঘণ্টা পরে নিয়ন্ত্রণে আসে।

আজ সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরের বিজিবি মার্কেটে আগুন লাগে বলে খবর পায় ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, মার্কেটের টিনের চালের ওপর দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে আর লোকজন ছুটোছুটি করে রাস্তায় কাপড়ের রোল বের করে আনছে। জানা গেছে, এক তলা টিনশেডের ওই আধাপাকা মার্কেটে কাপড়ের দোকান ছাড়াও মোটর সার্ভিসিংয়ের দোকান রয়েছে। মহানগর পুলিশের উত্তরা বিভাগের অতিরিক্ত উপ কমিশনার বদরুল হাসান জানান, ''মার্কেটের একটি মোটর পার্টসের দোকান থেকে আগুন লাগে বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে। আগুনে ছয় থেকে সাতটি দোকান পুড়ে গেছে। কেউ হতাহত হননি।''

''আমাদের পাঁচটি ইউনিট পৌনে এক ঘণ্টা চেষ্টার পর বেলা ১১টা ১০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে,'' জানান ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তা শাহজাহান সিকদার।

মহারাষ্ট্রে খোলা মাঠে সরকারি অনুষ্ঠানে গরমে মৃত ১১

মুম্বই ঃ মহারাষ্ট্রে খোলা মাঠে সরকারি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস।

মহারাষ্ট্র সরকার সামাজকর্মী আপ্পাসাহেব ধর্মাধিকারীকে মহারাষ্ট্রভূষণ সম্মান দিচ্ছিল। সেই অনুষ্ঠান করা হয়েছিল নবি মুম্বইয়ের খোলা মাঠে। প্রচুর মানুষ সেখানে গেছিলেন। নবি মুম্বইয়ে তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেখানেই প্রচুর মানুষ হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। ১১ জন মারা যান। ৫০ জন অসুস্থকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই পুরস্কার আপ্পাসাহেবের হাতে তুলে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও দেবেন্দ্র ফড়নবিস দুজনেই উপস্থিত ছিলেন।

আপ্পাসাহেবের হাজার হাজার সমর্থক নবি মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হয় বেলা সাড়ে এগারোটায়। চলে একটা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের মাঠে প্রচুর ভিডিও স্ক্রিন লাগানো হয়েছিল। মাইকের বংদোবস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু মাথার উপরে কোনো আচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল না। ঘণ্টা দুইতিন ওই রোদে বসে থাকায় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিন্ডে জানিয়েছেন, খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মৃতের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা দেয়া হবে। ৫০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ২৪ জনের এখনো চিকিৎসা চলছে।

ফড়নবিস টুইট করে বলেছেন, অসুস্থদের চিকিৎসার খরচ সরকার দেবে।

আবহাওয়া অফিস যা জানিয়েছে

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দেশের কিছু রাজ্যে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি আছে। ১৯০১ সালের পর থেকে এত গরম ফেব্রুয়ারি মাস আগে কখনো যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় পাঁচ ডিগ্রি বেশি। কলকাতায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। পানাগড়ে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। গরমে প্রাণান্তকর অবস্থা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, তাপপ্রবাহের ফলে এক সপ্তাহ রাজ্যের সব স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে।

রোববার সকালে ময়দানে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে এক তরুণ ক্রিকেটার হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সময়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় তিনি বেঁচে যান। তবে কলকাতার মাঠে এই গরমে দুপুরে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চলছে। সিএবির খেলাও হচ্ছে। তাতে ক্রিকেটারদের অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ জার্মানির হাতে ঃ রিপোর্ট

বার্লিন ঃ ইউক্রেনে কয়েকশ যুদ্ধাপরাধ করেছে রাশিয়া, তার প্রমাণ পেয়েছে জার্মানি। তদন্তকারীদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে জার্মান সংবাদপত্র।

জার্মানির ফেডারেল ক্রিমিনাল পুলিশ অফিস(বিকেএ) ৩৩৭টি সূত্র পেয়েছে, যা দিয়ে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব। সংবাদপত্র ওয়েল্ট অ্যান সনট্যাগ এই খবর দিয়েছে।

২০২২ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারি তথ্য দিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে, তদন্তকারীরা ৯০জন প্রত্যক্ষদর্শীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তার থেকে বেরিয়ে এসেছে, ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা কী ধরনের অত্যাচার করেছে। এর মধ্যে দুইতৃতীয়াংশ মানুষ ইউক্রেন থেকে পালিয়ে জার্মানিতে আশ্রয় নিয়েছেন। বাকিরা ইউক্রেনে থাকা জার্মান নাগরিক। সংসদীয় প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়েছে।

অ্যামেরিকায় যেমন এফবিআই, জার্মানিতে তেমনই বিকেএ। তারা ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের তদন্তে ফরেনসিক সাহায্যও করছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, কিয়েভের কর্তৃপক্ষের কাছে রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধের যথেষ্ট ও পাকাপোক্ত তথ্যপ্রমাণ আছে।

বার্লিন এখনো পর্যন্ত কিয়েভকে এর জন্য এক কোটি ১৫ লাখ ইউরোর গাড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়েছে।

জার্মান বিচারমন্ত্রী বলেছেন, পুটিনের মতো যারা এই রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু করেছেন, তাদের আদালতে জবাব দিতে হবে। ইউক্রেনের মাটিতে যারা আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে, তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

জার্মানি, ইউক্রেন, অন্য দেশের তদন্ত

জার্মানির ফেডারেল পাবলিক প্রসিকিউটার পিটার ফ্র্যাঙ্ক তদন্ত শুরু করেছেন। জার্মানির সঙ্গে সম্পর্কহীন মানবতার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ হলে ফ্র্যাঙ্ক তার আইনি বিষয়টি দেখেন। তিনি জানিয়েছেন, এই সময় বুচাতে গণহত্যার উপর তারা জোর দিচ্ছেন। কিয়েভেরও বক্তব্য, বুচাতে রাশিয়ার সেনা এক হাজার চারশজন ইউক্রেনের নাগরিককে হত্যা করে। গতবছর তাদের দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর থেকে রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে বুচার গণহত্যা।

জাতিসংঘের মানবাধিকার শাখা এবং সাংবাদিকদের অভিযোগ, এছাড়াও রাশিয়া ইউক্রেনে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করেছে। গত সপ্তাহে ইউক্রেনের এক সেনার মাথা কাটার ভিডিও যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে।

ইউক্রেনের প্রসিকিউটার জেনারেল জানিয়েছেন, তারা রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধ ও অত্যাচারের ৭৭ হাজার অভিযোগ তদন্ত করে দেখছেন।

কুমিল্লায় রেল দুর্ঘটনা, আহত বহু

ঢাকা ঃ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস। আড়াই ঘণ্টা ঢাকাচট্টগ্রাম ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। সোনার বাংলা এক্সপ্রেস একটি মালবাহী ট্রেনকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে বলে জানা গেছে। ধাক্কা মেরে সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের বেশ কয়েকটি বগি উল্টে যায়। রোববার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে খবরে প্রকাশ। রেলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইফতারের পর নাঙ্গলকোটের হাসানপুর স্টেশনে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরেই এলাকায় পৌঁছায় উদ্ধারকারী দল। উল্টে যাওয়া বগির ভিতর থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। এখনো পর্যন্ত কেউ মারা না গেলেও পঞ্চাশেরও বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন বলে রেলসূত্রে জানানো হয়েছে। ট্রেনে নির্বাচন কমিশনের ১২ জন সদস্য ছিলেন। তারা অক্ষত আছেন। দুর্ঘটনার কারণে ঢাকাচট্টগ্রাম রুটে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। বন্ধ ছিল সিলেট, নোয়াখালী ও চাঁদপুরের লাইনও। দুর্ঘটনার কারণ জানতে একটি অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করেছে রেল। তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত যাত্রী সফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ''ইফতারের পর হঠাৎ দেখি বিকট শব্দে আমাদের ট্রেনটি মালবাহী ট্রেনটিকে ধাক্কা দিয়ে সেটির উপর উঠে যাচ্ছে। এ সময় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেনের কয়েকটি বগি দুমড়েমুচড়ে যায়। মনে হচ্ছে মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এসেছি।'' ঘটনায় কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

জলাভূমি, সবুজের অভাব আর ভবনে উত্তপ্ত ঢাকা

ঢাকা ঃ তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে ঢাকাসহ সারাদেশ। প্রতিদিনই তাপমাত্রা রেকর্ড ছাড়াচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঢাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পেছনে বৈশ্বিক উষ্ণতার পাশাপাশি স্থানীয় অনেক কারণও আছে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের সবুজ মাঠ, খোলা জায়গা ও পুকুর খাল ধ্বংস করায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়েও কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি অনুভূত হচ্ছে। ভবন তৈরির নির্মাণ সামগ্রী এবং কাঠামোও তাপ বাড়াতে ভূমিকা রাখছে বলে মনে করেন নগর পরিকল্পনাবিদরা। রোববার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ঈশ্বরদীতে ৪১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিলো ৪২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াম চুয়াডাঙ্গায়। গত দুইদিন ধরে ঢাকা তাপমাত্রার ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে, যা গত ছয় দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ঢাকা, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, পাবনা, বাগেরহাট, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এই তাপপ্রবাহ আরো তিন চারদিন অব্যাহত থাকবে। রাতে তাপ আরো বাড়তে পারে। দেশে কোথাও কোনো বৃষ্টিপাত নাই। তবে কোথায় কোথাও আকাশ হালকা মেঘাচ্ছন্ন। ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মোহাম্মদ খান বলেন, ''বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তো আছেই কিন্তু ঢাকায় বেশি গরম লাগার স্থানীয় কারণ আছে। একটি নগরে স্থাপনা থাকবেই। তার সঙ্গে সবুজ ২৫ ভাগ এবং ওয়াটার বডি ১৫ ভাগ মোট ৪০ ভাগ জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। আমরা ২০২০ সালে এক গবেষণায় দেখেছি ঢাকার মোট ভূমির শতকরা ৮২ ভাগ কংক্রিটে আচ্ছাদিত। ফলে এখানে তাপমাত্রা কমানো যায় না। সবুজ এবং ওয়াটারবডি থাকলে তিনচার ডিগ্রি তাপ কমে যেত।'' কিন্তু তাপ কমার বদলে ঢাকা উল্টো তাপ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, ''বাংলাদেশের পরিবেশ বিবেচনা না করে এয়ার টাইট উঁচু উঁচু ভবন তৈরি হচ্ছে। ভবনগুলো কাঁচে আচ্ছাদিত। এগুলো উল্টো তাপ উৎপাদন করে। আবার যেসব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয় তাও তাপ উৎপাদন করে। এর আশু কোনা সমাধানও নেই বলে মনে করেন এই নগর পরিকল্পনাবিদ। তিনি মনে করেন এখন থেকে ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা ও বিল্ডিং কোড ঠিক করে তা মেনে চললে ২০৩০ বছরে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদ বলেন, ''গ্রাম এবং শহরের তাপমাত্রায় দুইতিন ডিগ্রি পার্থক্য থাকে। কারণ গ্রামে গাছপালা আছে, জলাশয় আছে। ঢাকা শহরে অপরিকিল্পিত নগরায়ন হয়েছে। ফলে তাপমাত্রা বেশি অনুভূত হয়। আর পরিবেশ দূষণ তো আছেই। নগর পরিকল্পনায় যদি পর্যাপ্ত গাছপালা, জলাশয় যোগ করা যায়। পরিবেশের উপযোগী করে যদি ভবন নির্মাণ করা যায় তাহলে তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত কমানো যায়। বাংলাদেশে সার্বিকভাবে তাপমাত্রায় চলতি বছরের পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে আবহাওয়াগত কারণও। ড. তৌহিদা রশীদ বলেন, ''প্রশান্ত মহামাগরের শীতল রাত থেকে এখন আমরা উষ্ণ রাতে প্রবেশ করছি। এটা কয়েক বছর পরপর ফিরে আসে। আমরা পুরোপুরি উষ্ণ রাতে প্রবেশ করি জুনের দিকে। তখন এই অঞ্চলে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি হয় ব্রাজিল, পেরু, উত্তর অ্যামেরিকা ওই অঞ্চলে। ফলে আমাদের কয়েক বছর খরা ও উষ্ণতা মোকাবিলা করতে হবে।'' তার সঙ্গে সমূদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতাও এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান আবহাওয়া বিজ্ঞানের এই অধ্যাপক। সার্বিকভাবে এই তাপপ্রবাহ আরো তিনচারদিন থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শাহানা সুলতানা বলেন, গত ৫ এপ্রিল থেকে বাংলাদেশে এই তীব্র তাপপ্রবাহ শুরু হয়। এর কারণ, এপ্রিলমার্চ মাসে সূর্য মাথার উপরে আসে তখন পাকিস্তান, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বাংলাদেশ এই এলাকায় সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয়। ফলে একটি গরমের প্রবাহ তৈরি হয়। এই প্রবাহ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে যায়। পকিস্তান থেকে প্রবাহ আসে। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''ঢাকায় জনবসতি, কল কারখানা, গাড়ি বেশি, গাছপালা নেই। এ কারণে এখানে গরম বেশি অনুভূত হয়।

মারা গেলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম আদিবাসী খেলোয়াড় টমাস

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ ১৯৫৮ সালে ইংল্যান্ড নারী দলের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলেছিলেন ফেইথ টমাস। অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের টেস্ট ক্রিকেটের ৪৮তম খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। তবে ওই একটি টেস্টই টমাসকে পৌঁছে দেয় ইতিহাসের পাতায়। অস্ট্রেলিয়ার শুধু কোনো ক্রিকেট দল নয়, যেকোনো খেলাতেই জাতীয় দলে ডাক পাওয়া প্রথম আদিবাসী খেলোয়াড় ছিলেন টমাস।

সেই টমাস গত শনিবার মারা গেছেন ৯০ বছর বয়সে। সংবাদমাধ্যমগুলোতে তাঁর মৃত্যুর খবর এসেছে অবশ্য আজ। খেলোয়াড়ি জীবনে ফাস্ট বোলার টমাস এমনিতে পেশায় ছিলেন নার্স। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের সঙ্গে নার্সিং পেশাতেও টমাস এক কিংবদন্তির নাম।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের 'স্টোলেন জেনারেশন' বা চুরি যাওয়া প্রজন্মের একজন ছিলেন টমাস। সরকারের নীতি অনুযায়ী, আদিবাসী পরিবারের কাছ থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে একটা প্রজন্মকে বড় করা হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ পরিবারে।

১৯৩৩ সালে নিপাবুন্নায় জন্ম নেওয়া টমাসের মূল নাম ছিল টিন্নিফা। তাঁর মা ছিলেন আদিবাসী, বাবা ছিলেন পোলিশ। টমাসের বেড়ে ওঠা ফেইথ কোল্টহার্ড নামে, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ফ্লিন্ডার্স রেঞ্জার্সের কোর্নে। ছোটবেলায় ঘরে বানানো ব্যাট ও পাথর দিয়ে ক্রিকেট খেলতেন টমাস।

ক্রিকইনফোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ক্রিকেট খেলার শুরু প্রসঙ্গে টমাস বলেছিলেন, একবার তাঁর চোখে এসে বল লেগেছিল। ক্ষুব্ধ টমাস এরপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি এর পর থেকে এমন জোরে বল করবেন যে সেটি থেকে ব্যাটারদের নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

অ্যাডিলেডে হাইস্কুল শেষ করার পর নার্সিং পড়া শুরু করেন। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী নার্সদের শুরুর দিকের একজন তিনি। নার্সিংয়ের সময়ই আবারও ক্রিকেটে আসেন টমাস, এক সহকর্মীর আমন্ত্রণে তাঁদের দলের পরের ম্যাচে খেলেন। দ্বিতীয় ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেন টমাস। রানআপ লম্বা ছিল না মোটেও, তবে ব্যাটারদের ভড়কে দিতে টমাসের গতি যথেষ্ট ছিল।

রাজ্যদলের হয়ে তিনটি ম্যাচ খেলার পরই জাতীয় দলে ডাক পেয়ে যান। সে বছর অস্ট্রেলিয়ান একাদশে ডাক পেয়ে প্রথমবারের মতো ট্রেনে করে অ্যাডিলেড থেকে ব্রিসবেন গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সে ম্যাচেই সবাইকে মুগ্ধ করেন টমাস। ইংল্যান্ড অধিনায়ক ম্যারি ডুগানকে বোল্ড করেছিলেন, স্টাম্প নাকি উইকেটকিপারের মাথার ওপর দিয়ে গিয়েছিল। ডুগান বোল্ড হওয়ার পর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, জীবনে এমন কিছু দেখেননি।

এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টও খেলে ফেলেন। ড্র হওয়া সে ম্যাচে কোনো উইকেট পাননি। এরপর ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড সফরের দলে ডাক পেয়েছিলেন। তবে নার্সিং পেশা ছেড়ে লম্বা সময়ের জন্য সমুদ্রযাত্রা করে যেতে চাননি বলে সে ডাক উপেক্ষা করেছিলেন।

১৯৬০-এর দশকের শুরুর দিকে গর্ভবতী অবস্থায় নিজের শেষ ম্যাচটি খেলেন টমাস। বার্নার্ড টমাসকে বিয়ে করার পর ফেইথ কোল্টহার্ডের নাম হয় ফেইথ টমাস। অস্ট্রেলিয়ায় অবশ্য 'আন্টি টমাস' নামেও পরিচিত তিনি। ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ও আদিবাসী সম্প্রদায়ে অবদানের জন্য টমাসকে অর্ডার অব অস্ট্রেলিয়া খেতাবে ভূষিত করা হয়।

১৯৯৬ সাল পর্যন্ত একমাত্র আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট ক্রিকেটার ছিলেন টমাস, ওই বছর দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক হয় জেসন গিলেস্পির। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় নারী আদিবাসী হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট খেলেন অ্যাশলেই গার্ডনার। তাঁর স্মরণে নারী বিগ ব্যাশের দল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স প্রতিবছর পার্থ স্কর্চার্সের বিপক্ষে ফেইথ টমাস ট্রফির ম্যাচ খেলে। টমাসের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী নিক হকলি বলেছেন, 'ফেইথ টমাস ক্রিকেট ও সম্প্রদায়ে অসাধারণ ও অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। তাঁকে জানার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল বা যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, সবার জন্যই এটি অনেক দুঃখের দিন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করা প্রথম আদিবাসী নারী হিসেবে ফেইথ সবার জন্যই প্রেরণা ছিলেন। আমাদের খেলায় গভীর এক ছাপ রেখে গেছেন তিনি।'

ব্যাটিংয়ে ১৫ বছরের পুরোনো স্মৃতি, এরপর জয়াসুরিয়ার ঘূর্ণি

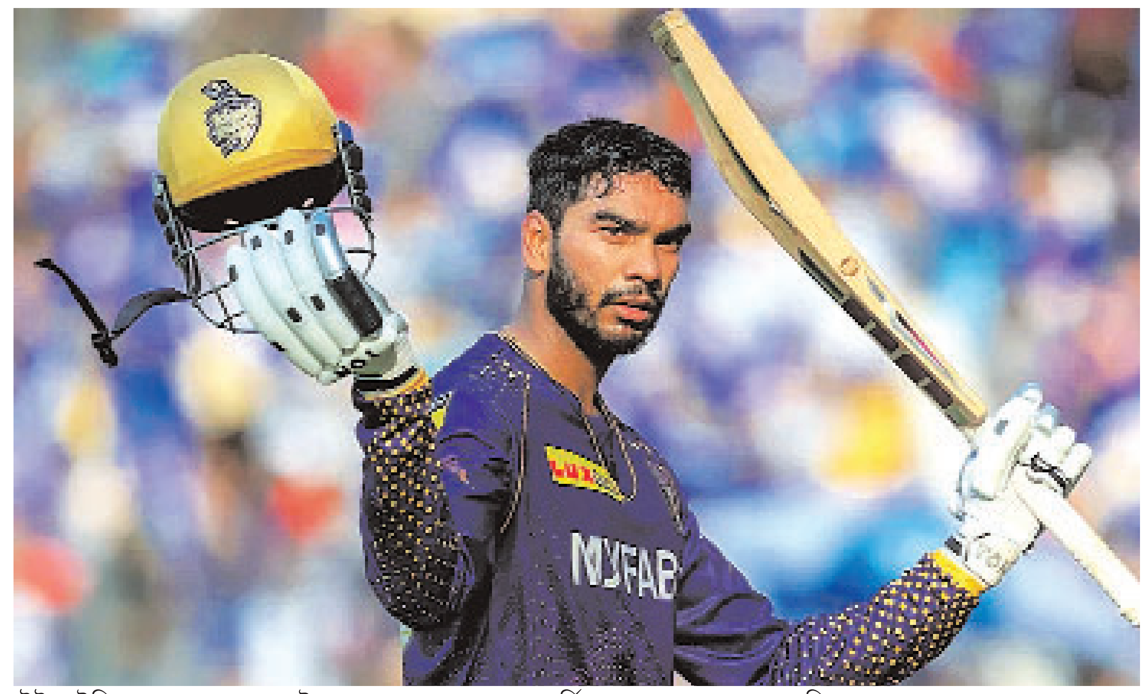

আয়ারল্যান্ড ঃ উপমহাদেশে আসার আগে থেকেই আয়ারল্যান্ড জানত, কী অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। সেই স্পিনেরই ভয়াল রূপ দেখল আজ তারা। গলে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন প্রবাত জয়াসুরিয়ারের ঘূর্ণির কবলে পড়েছে আইরিশরা। ৬ উইকেটে ৫৯১ রান নিয়ে শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংস ঘোষণা করার পর দ্বিতীয় দিন শেষে ১১৭ রান তুলতেই ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে আয়ারল্যান্ড। জয়াসুরিয়া নেন ৫ উইকেট।

৪৭৪ রানে পিছিয়ে থাকা আয়ারল্যান্ডের আশা হয়ে ২১ রানে অপরাজিত আছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা লরকান টাকার, তাঁর সঙ্গী অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন।

৪ উইকেটে ৩৮৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কা। গতকাল দিমুথ করুনারত্নে ও কুশল মেন্ডিসের পর আজ সেঞ্চুরি পান দীনেশ চান্ডিমাল ও সাদিরা সামারাবিক্রমা। চতুর্থবারের মতো শ্রীলঙ্কার এক ইনিংসে সেঞ্চুরি পেলেন চারজন, সর্বশেষ এমন ঘটনা ছিল ২০০৮ সালে।

৬ উইকেটে ৫০৩ রান নিয়ে মধ্যাহ্নবিরতিতে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা, চান্ডিমাল ও সামারাবিক্রমা দুজনই ফিফটি করে অপরাজিত ছিলেন। বিরতির পর সেঞ্চুরি পান দুজনই। চান্ডিমালের মাইলফলকে যেতে লাগে ১৫২ বল। তুলনামূলক বেশি আক্রমণাত্মক সামারাবিক্রমার লাগে মাত্র ১১২ বল। পঞ্চম টেস্ট খেলতে নামা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান সামারাবিক্রমার এটি প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। দুজনের ১৮৩ রানের জুটি আইরিশরা ভাঙতে পারেনি, চাবিরতির আগেই ইনিংস ঘোষণা করে দেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক করুনারত্নে। গতকালের মতো আজও দ্রুতগতিতে রান তুলেছে স্বাগতিকেরা, ১৩১ ওভারের ইনিংসে তাদের রান রেট ছিল ৪.৫১। ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতে ধাক্কা খায় আয়ারল্যান্ড। ওপেনার মারে কমিন্স ও অধিনায়ক অ্যান্ডি বলবার্নি ফেরেন বিশ্ব ফার্নান্ডোর প্রথম ওভারে। কমিন্স বোল্ড হন, বলবার্নি তোলেন ক্যাচ।

৪ রানে ২ উইকেট হারানো আয়ারল্যান্ডকে বেশ খানিকটা টেনেছিলেন হ্যারি টেক্টর ও জেমস ম্যাককলাম। তৃতীয় উইকেটে দুজন মিলে যোগ করেন ৭০ রান। বিপত্তি বাধে ২৪তম ওভারের প্রথম বলে। জয়াসুরিয়ারার ড্রিফট ও টার্নের জবাব ছিল না টেক্টরের, তিনি ক্যাচ তোলেন প্রথম স্লিপে। ১ বল পরই নিয়ন্ত্রণহীন ড্রাইভে কাভারে ক্যাচ তোলেন কার্টিস ক্যাম্ফার। ২ উইকেটে ৭৪ রান থেকে ১ ওভারের মধ্যেই ৪ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড।

জয়াসুরিয়া সেখানেই থামেননি। নিজের পরের ওভারে এসে দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন ম্যাককলামকে। তাঁর পরের শিকার পিটার মুর, যিনি হন কট বিহাইন্ড। মাঝে জয়াসুরিয়ার এক ওভারে দুই চার মেরে একটু আক্রমণের ইঙ্গিত দেন লরকান টাকার, তবে এ বাঁহাতি স্পিনার আয়ারল্যান্ডের ক্ষতি করেন আরও। জর্জ ডকরেলকে ফিরিয়ে ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ টেস্টে পঞ্চমবার ইনিংসে ৫ উইকেট পূর্ণ করেন জয়াসুরিয়া।

'বার্সার ওপর এমন প্রচণ্ড আঘাত আর আসেনি'

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ আজ সংবাদ সম্মেলনে বার্সেলোনা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তার বলা কথাগুলোর কিছু অংশ আগে পড়ুন, 'কাকতাল বলে কিছু নেই। খেলার মাঠে বার্সা যখন সবে জেগে উঠতে শুরু করেছে, তখন এই আঘাত এসেছে। এবং কাকতালীয়ভাবে সেটি এসেছে বার্সা সিভিসি চুক্তিতে সই করতে রাজি না হওয়ার পর। আমরা নিজেদের লাভের কথা ভেবেছি আর সে অনুযায়ী ইউরোপীয় ফুটবলকে সংস্কারের (সুপার লিগ) প্রকল্পেও নেতৃত্ব দিচ্ছি। আর লিগ সভাপতি এ সুযোগটাই নিয়েছেন এবং উয়েফাও এই জনরোষে যোগ দিয়েছে। এ আঘাতটা এসেছে ক্যাম্প ন্যুর কাজ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ার পর। তাই কাকতালীয় বলে কিছু নেই। এমন প্রচণ্ড আঘাত বার্সার ওপর আর আসেনি। আমাদের ক্লাব, খেলোয়াড় ও কোচদের পাশে থাকতে হবে। ওরা আমাদের অস্থিতিশীল করতে পারবে না।'

বোঝাই যাচ্ছে, ক্ষোভ খানিকটা পরোক্ষভাবে লা লিগা সভাপতি ও উয়েফা সভাপতির ওপর ঝেড়েছেন লাপোর্তা। সিভিসি চুক্তির বিষয়টি উঠেছিল ২০২১ সালের আগস্টে লিওনেল মেসির বার্সা ছাড়ার সময়। লা লিগার সঙ্গে যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সিভিসি ক্যাপিটাল পার্টনার্সের (সিভিসি) চুক্তিতে তখন সম্মতি দেয়নি রিয়াল ও বার্সা। এটা নিয়ে লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাসের সঙ্গে তখন প্রায় 'যুদ্ধ' লেগে গিয়েছিল লাপোর্তার। উয়েফার সুযোগ নেওয়া বলতে লাপোর্তা বিতর্কিত ইউরোপিয়ান সুপার লিগের প্রসঙ্গ টেনেছেন। রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, জুভেন্টাসসহ ইংল্যান্ডের আরও কিছু ক্লাব মিলে ইউরোপিয়ান সুপার লিগ নামে চ্যাম্পিয়নস লিগের মতো একটি টুর্নামেন্ট চালুর পরিকল্পনা করেছিল। পরে অন্যান্য ক্লাব এই পরিকল্পনা থেকে সরে এলেও রিয়াল, বার্সা ও জুভেন্টাস সরে আসেনি।

বিষয়টি গড়িয়েছে আদালতে আর উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন কিছুদিন আগে বার্সাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন।

অর্থাৎ, লাপোর্তা আজ তাঁর কথায় কি বোঝাতে চাইলেন বার্সার বিরুদ্ধে রেফারিকে অনৈতিকভাবে টাকা দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, সেটি আসলে ষড়যন্ত্র?

সেটি যাই বোঝান, 'নেগ্রেইগা কেস' নিয়ে আজ কথা বলার জন্য লাপোর্তার ডাক দেওয়া সংবাদ সম্মেলনে একটি বিষয় বোঝা গেল, বার্সার এই সভাপতি নিজের অবস্থানে অটল। লাপোর্তার দাবি, 'অন্যায় সুবিধা পাওয়া যাবে, এমন কোনো কাজ কখনো করেনি বার্সা।'

'নেগ্রেইরা কেস'-এর বিষয়টি যাঁদের এখনো কানে ওঠেনি তাঁদের বিষয়টি জানিয়ে রাখা ভালো। স্প্যানিশ আইনজীবীরা গত মাসে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে রেফারিকে ২০০১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৭৩ লাখ ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮৪ কোটি ৭৭ লাখ ৯৬ হাজার টাকা) দেওয়ার অভিযোগ গঠন করেন। এই রেফারি স্প্যানিশ রেফারিং কমিটির সাবেক সহসভাপতি হোসে মারিয়া এনরিক নেগ্রেইরা। তাঁর প্রতিষ্ঠানকে ওই ১৯ বছরে ৮৪ কোটির বেশি টাকা দেয় বার্সা। স্পেনের আইনজীবীরা এ নিয়ে বার্সার বিরুদ্ধে খেলাধুলায় দুর্নীতি ও ব্যবসায়িক কাগজপত্র জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছেন। এটা নিয়েই তোলপাড় চলছে স্প্যানিশ ফুটবলে। এপ্রিলের শুরুর দিকে কাতালান ক্লাবটির

প্রতি হুঁশিয়ারি জানিয়ে উয়েফা সভাপতি সেফেরিন বলেছেন, 'পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক।' তবে বার্সা বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছে, রেফারিকে দিয়ে দুর্নীতি করাতে এই টাকা দেওয়া হয়নি। খেলোয়াড় ও রেফারিং নিয়ে কৌশলগত পরামর্শের জন্য এই টাকা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছিল কাতালান ক্লাবটি।

সংবাদ সম্মেলনে লাপোর্তার কথায় সেই সুরই অনূদিত হলো, 'খেলাধুলায় সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে ক্লাব কখনো কিছু করেনি।'

লাপোর্তা দাবি করেন, ক্লাবের ভাবমূর্তিতে 'কালিমা লেপন করতে' এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। সমর্থকদের প্রতি বার্সা সভাপতি বলেছেন, 'বার্সেলোনার সমর্থকেরা ক্লাবের বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়ানোর প্রচারণার কারণে ভুগছেন...বিশ্বের খেলাধুলায় রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে কোনো বাজে প্রচারণা বার্সাকে সরাতে পারবে না।'

ইউক্রেন যুদ্ধ কীভাবে হ্যাকারদের লড়াইকে বদলে দিচ্ছে

ইউক্রেন ঃ রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করার সাথে সাথেই দ্বিতীয় আরেকটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় - যাকে বলা যায়, এক অদৃশ্য যুদ্ধ। সে যুদ্ধ চলছে সাইবারস্পেসে। কিন্তু কারা এই যুদ্ধ করছে? তাই দেখতে বিবিসির সংবাদদাতা জো টাইডি গিয়েছিলেন ইউক্রেনে । সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, কীভাবে এ যুদ্ধ সামরিক সাইবার তৎপরতা আর হ্যাকারদের কর্মকান্ডের এতদিন যে পার্থক্য ছিল - তা ঝাপসা করে দিয়েছে।

ওলেক্সান্দর থাকেন মধ্য ইউক্রেনে। আমি যখন তার এক বেডরুমের ফ্ল্যাটে গেলাম - দেখতে পেলাম, সাধারণতঃ হ্যাকারদের ঘর যেমন হয়ে থাকে, এটাও ঠিক তেমনিই।

আরাম আয়েশ বা বিলাসিতার কোন উপাদান সেখানে নেই। তেমন কোন আসবাবপত্র নেই, এমনকি একটা টিভিও নেই।

শুধু আছে বেডরুমের এক কোণে একটা শক্তিশালী কম্পিউটার, আরেক কোণায় একটা জোরালো মিউজিক সিস্টেম।

এখান থেকেই ওলেক্সান্দর শত শত রুশ ওয়েবসাইট সাময়িকভাবে অকার্যকর করে দেবার কাজে ভুমিকা রেখে চলেছেন।

এর ফলে কয়েক ডজন ব্যাংকের সেবা বিঘ্নিত হয়েছে, রুশ ওয়েবসাইটে জুড়ে দেয়া হয়েছে ইউক্রেন সমর্থক বার্তা ।

ওলেক্সান্দর হচ্ছেন 'আইটি আর্মি অব ইউক্রেন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী হ্যাকার নেটওয়ার্কের একজন প্রধান হ্যাকার। তাদের যে টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে তার সদস্য সংখ্যা প্রায় দু'লাখ।

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি এ কাজ করছেন। তার লক্ষ্য রাশিয়ার ভেতরে যত বেশি সম্ভব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ।

আমরা যখন তার সাথে দেখা করতে গেছি তখনও তিনি ব্যস্ত - তার সর্বশেষ টার্গেট একটি রুশ ব্যাংকিং ওয়েবসাইটের ইন্টারনেট সংযোগ বিকল করে দেবার লক্ষ্যে এক জটিল সফটওয়্যার পরিচালনার কাজে।

ওলেক্সান্দর স্বীকার করলেন, তার সবচেয়ে প্রিয় হ্যাকের আইডিয়া তিনি পেয়েছিলেন একজন অজ্ঞাতনামা রুশের দেয়া তথ্য থেকে।

রাশিয়া থেকে একজন আমাকে বললো চেস্টনি জনাক নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলছিলেন তিনি - ওরা বললো, এটা হচ্ছে রাশিয়ার একমাত্র পণ্য যাচাই করার সিস্টেম। কাজেই সব রকমের পণ্যকেই কারখানায় তৈরি হওয়া থেকে বিক্রি হওয়া পর্যন্ত ওই কারখানার দেয়া বারকোড এবং বিশেষ একটি নম্বর স্ক্যান করার জন্য দিতে হয়।

ওলেক্সান্দর মৃদু হেসে আমার কাছে বর্ণনা করলেন কীভাবে তিনি এবং তার দল সেই সেবা বিকল করে দেবার পথ বের করেছিলেন।

এ জন্য তারা ব্যবহার করেছিলেন ডিডিওএস নামে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আক্রমণের পদ্ধতি । হ্যাকিংএর এই অস্ত্রটি ইন্টারনেট ট্রাফিক দিয়ে একটি কম্পিউটর সিস্টেমকে ভাসিয়ে দেয় এবং তাকে অফলাইন হয়ে যেতে বাধ্য করে।

আমার মনে হয় এর অর্থনৈতিক ক্ষতি ছিল বেশ উচ্চমাত্রার। ব্যাপারটা সত্যি বিস্ময়কর বলেন তিনি।

এ হ্যাকিংএর ফলে বাস্তবে কতটা ক্ষতি হয়েছিল তা পরিমাপ করা কঠিন হলেও - গত এপ্রিল মাসে চেস্টনি জনাক তাদের অফিশিয়াল টেলিগ্রাম ফিডে এই ডিডিওএস আক্রমণ সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট দিচ্ছিল।

ব্যবসায়ীদের দেয়া হচ্ছিল নানা রকম পরামর্শ। সহায়তার জন্য খোলা হয়েছিল একটি হেল্প লাইন।

শেষ পর্যন্ত রুশ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খাবারের লেবেলিং সংক্রান্ত কিছু নিয়মকানুন শিথিল করে - যাতে যেসমস্ত খাদ্যপণ্য তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো বিক্রি করা সম্ভব হয়।

সম্প্রতি ইউক্রেনে রুশ অভিযানের এক বছর পুরো হবার সময়টায়, ওলেক্সান্দর ওয়ান ফিস্ট নামে একটি হ্যাকার দলের সাথে যোগ দেন। তাদের লক্ষ্য ছিল রুশ রেডিও স্টেশনগুলো হাইজ্যাক করা এবং সেখান থেকে ভুয়া বিমান হামলার সাইরেনের শব্দ প্রচার করা - যাতে রুশ নাগরিকদের আত্মরক্ষার জন্য জরুরি আশ্রয়ে যেতে সচেতন করা হয়।

আমরা নিজেদেরকে সামরিক বাহিনীর মতোই মনে করি - বলছিলেন ওলেক্সান্দর - যখন আমার দেশ রাইফেল হাতে তুলে নিতে বলবে তার জন্য আমি তৈরি - কিন্তু এখন আমি রাশিয়ায় হ্যাকিং চালিয়ে সহায়তা করছি।

অনেক বিশেষজ্ঞই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে এই হ্যাকটিভিস্টরা ইউক্রেন যুদ্ধে হয়তো একটা ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু যে মাত্রায় এ কার্যক্রম চলছে তা অনেককেই বিস্মিত করেছে। উভয় পক্ষ থেকেই হ্যাকার বাহিনী বেরিয়ে এসেছে।

যেসব গ্রুপ অপরাধমূলক আক্রমণ চালাচ্ছে তাদের সাথে সামরিক কর্মকর্তাদের নজিরবিহীন যোগাযোগের খবরও বেরিয়ে আসছে।

এর ফলে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত সাইবার আক্রমণ এবং এডহক স্বেচ্ছাসেবীদের হ্যাকিং - এদের মধ্যে ভেদরেখা মুছে যাচ্ছে। এর পরিণাম হতে পারে সুদূরপ্রসারী।

কিয়েভে অবস্থিত ইউক্রেনের সাইবার প্রতিরক্ষা হেডকোয়ার্টারটি আমরা দেখতে যাই।

সেখানে কর্মকর্তারা আমাদের বলেন, তাদের কাছে এমন তথ্যপ্রমাণ রয়েছে যে রুশ হ্যাকারদের চক্র কিলনেট - যাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে প্রায় ১ লক্ষ সদস্য আছে - তারা সরাসরি রুশ সাইবার সামরিক বাহিনীর সাথে মিলে কাজ করছে।

কিলনেট বা সাইবার আর্মি অব রাশিয়ার মতো গ্রুপগুলো ডিডিওএস আক্রমণ দিয়ে শুরু করেছিল। তবে এখন তারা আরো প্রতিভাবান ও দক্ষ লোকজনকে নিয়োগ করেছে - বলছেন রাষ্ট্রীয় স্পেশাল কমিউনিকেশন বিভাগের ডেপুটি চেয়ারম্যান ভিক্তর ঝোরা।

তারা এখন আরো উচ্চস্তরের সাইবার আক্রমণ চালাতে সক্ষম, এবং রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর কনসালট্যান্টরাও তাদের সাথে আছে বলেন মি. ঝোরা।

তাদের কম্যান্ডাররা এই সবগুলো গ্রুপ এবং তাদের কার্যক্রমকে এক জায়গায় নিয়ে আসছে - যা হলো ইউক্রেন ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে সাইবার স্পেসে রুশ আক্রমণের উৎস।

এই যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গেলে তা রাশিয়ার জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে। গত বছর ফেব্রুয়ারির অভিযানের পর থেকে রাশিয়ার সাইবার আক্রমণের লক্ষ্য মোটামুটি ইউক্রেনীয় লক্ষ্যবস্তুর মধ্যেই সীমিত ছিল - যেসব টার্গেট যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত।

কিন্তু কিলনেট আহ্বান জানিয়েছে যে ইউক্রেন ও তার মিত্র দেশগুলোয় হাসপাতালের ওয়েবসাইটের ওপরও আক্রমণে চালানোর জন্য। তারা এরকম আক্রমণ পরিচালনাও করেছে - যা সাময়িকভাবে হলেও বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

সাইবার যুদ্ধের জন্য এখনো কোন জেনেভা কনভেনশন নেই।

কিন্তু আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি যুক্তি দিয়েছে যে ওই কনভেনশনের বিদ্যমান বিধানগুলো এ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে হাসপাতালকে লক্ষ্য করে চালানো সাইবার আক্রমণ কনভেনশনের লংঘন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তা ছাড়া যেহেতু নেটোভুক্ত দেশে এসব আক্রমণ চালানো হচ্ছে - তাই এর ফলে গুরুতর কোন ক্ষতি হলে জোটবদ্ধভাবে পাল্টা জবাব দেবার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

এ ব্যাপারে মন্তব্য চাইলে বিবিসির অনুরোধে রুশ সরকার সাড়া দেয়নি।

তাই আমরা সরাসরি কিলনেটের নেতা - যিনি নিজেকে 'কিলমিল্ক' নামে পরিচয় দেন - তার সাথেই যোগাযোগ করেছিলাম। কিলমিল্ক মুখোমুখি সাক্ষাতকার দিতে রাজী হননি। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ধরে তাকে টেলিগ্রামে মেসেজ দেবার পর তিনি ভিডিওতে আমাদের প্রশ্নের জবাব পাঠান এবং তার পরই সংযোগ কেটে দেন।

আমরা কিলনেটকে প্রতিদিন ১২ ঘঃটা করে সময় দেই - বলেন কিলমিল্ক - আমরা এমন কাউকে দেখিনি যার সাথে রুশ হ্যাকারদের তুলনা হতে পারে। নির্বোধ আর অপদার্থ ইউক্রেনীয়ান হ্যাকাররা আমাদের মোকাবিলা করে সফল হতে পারবে না।

কিলমিল্ক দাবি করেন তার গ্রুপ রাশিয়ার বিশেষ সংস্থার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি আরো বলেন, তিনি একটি কারখানায় চাকরি করেন এবং একজন 'সহজ সরল' লোক ।

তিনি জানান , তিনি ইউক্রেন যুদ্ধের আগেই একটি অপরাধমূলক ভাড়াটে ডিডিওএস ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি তার হ্যাকিং কার্যক্রমকে ইউক্রেন ও তার মিত্রদের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য উৎসর্গ করেন।

আমি যেখানেই যাই , আমার ল্যাপটপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম সবসময়ই আমার সাথে থাকে। এর ফলে আমি সবসময়ই চলমান এবং সক্ষম। আমি আমার প্রায় সবটুকু সময় এই আন্দোলনের জন্য ব্যয় করি।

কিছু স্বেচ্ছাসেবী হ্যাকার গ্রুপ যেমন এ্যানোনিমাস কালেকটিভ সম্প্রতি তাদের কার্যক্রমের গতি কমিয়ে দিয়েছে এবং গত তিন মাসে অন্যদিকে চলে গেছে।

কিন্তু কিলনেট তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছে।

তাদের উদ্বুদ্ধ করতে কিলমিল্ক কিছু উগ্র ভিডিও ছেড়েছেন যাতে তাকে যুক্তরাষ্ট্র ও নেটোর পতাকার ওপর মূত্রত্যাগ করতে দেখা যাচ্ছে।

ইস্টারের ছুটির সময় কিলনেটের টেলিগ্রাম চ্যানেল ব্যবহার করে কিলনেটো সাইকোজ নামে একটি পপ আপ টিম সৃষ্টি করা হয়।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এটির সদস্য সংখ্যা কয়েকশতে উঠে যায় এবং তারা বেশ কিছু আক্রমণ চালায়। এতে নেটো সদস্যদের ওয়েবসাইটগুলোতে সাময়িক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

গ্রুপটি নেটোর কর্মীদের ইমেইল ঠিকানার একটি তালিকা প্রকাশ করে এবং তাদেরকে হয়রানি করার জন্য লোকজনকে আহ্বান জানায়।

রাশিয়ার সাইবার সেনারা যে অপরাধী হ্যাকার চক্রগুলোর সাথে মিলে কাজ করছে তা অবশ্য সাইবার নিরাপত্তাজগতের অনেককেই বিস্মিত করবে না।

তারা অনেক দিন আগে থেকেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে যে দেশটি বড় বড় এবং লাভজনক কিছু সাইবার অপরাধ গোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে।

তবে ইউক্রেনে আমাদের সফরের সময় এটা নিশ্চিত হয়েছে যে এ ক্ষেত্রেও প্রভেদ রেখা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

রাজধানী কিয়েভ থেকে গাড়িতে দু'ঘন্টার পথ ঝিটোমির শহরে থাকেন রোমান।

এক বছর আগে যখন কিয়েভ আক্রান্ত হবার মুখে তখন অপরাধমূলক হ্যাকিং যুদ্ধের জন্য সফটওয়্যার তৈরির কাজে সহায়তা করছিলেন তিনি। আইটি স্ট্যান্ড ফর ইউক্রেন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপের তিনি সহপ্রতিষ্ঠাতা। গত কয়েক মাসে তাকে ইউক্রেনের সাইবার সামরিক বাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

রোমানের সাথে আমাদের দেখা হয় তার ট্রেনিং হেডকোয়ার্টারের কাছে একটি পার্কে। তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবী থেকে সামরিক বাহিনীতে গেছেন তাই তিনি এমনভাবে ব্যাপারটাকে দেখছেন যা অন্য কারো সাথে মেলেনা।

তিনি তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বললেন না। তবে এটুকু বললেন যে তার কাজের একটা অংশ হচ্ছে সাইবার যুদ্ধের ফলে পাওয়া বিপুল পরিমাণ উপাত্ত এবং ফাঁস হওয়া তথ্যের ভেতরে কীভাবে অনুসন্ধান চালানো যায় - তার উপায় বের করা।

রোমান নিশ্চিত করেছেন যে তিনি নিয়োগ পাবার আগে থেকেই তার হ্যাকিং দল সরাসরি ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের সাথে মিলে কাজ করছিল।

অভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর সাথে যোগাযোগ করি, এবং একসাথে মিলে কাজ করতে শুরু করি। তারা আমাদেরকে কিছু লক্ষ্যবস্তু দিতে শুরু করলো, এবং কি করতে হবে, কখন করতে হবে তা বলে দিতে শুরু করলো।

রোমান বলেন, যে আক্রমণগুলো সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পেরেছে তার মধ্যে একটি ছিল রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের রেল নেটওয়ার্কের টিকেট মেশিনগুলোকে অকার্যকর করে দেয়া।

আমরা যখন এতে রাশিয়ার সাধারণ জনগণের অসুবিধার কথা তাকে বলি - তখন রোমান কাঁধ ঝাঁকালেন।

এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের আক্রমণ যা ইউক্রেনের সাইবার সামরিক বাহিনী নিজেরা কখনো প্রকাশ্যে চালানোর কথা বলবেনা।

ইউক্রেনে রুশ অভিযান শুরুর পর থেকে দেশটি বরাবরই চেষ্টা করে আসছে নিজেদেরকে আক্রমণকারী নয় বরং আত্মরক্ষাকারী হিসেবে তুলে ধরতে।

ইউক্রেনের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী এবং ডিজিটাল পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী হচ্ছে মিখাইলো ফেদোরভ।

তার বিভাগ যখন টেলিগ্রামে আইটি আর্মি অব ইউক্রেন নামে একটি গ্রুপ সৃষ্টি করে - তখন তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। তখন থেকে সরকার দাবি করছে যে হ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। রাশিয়ার বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে আক্রমণকে উৎসাহ দেবার অভিযোগ করা হলে মি. ফেদোরভ তা অস্বীকার করেন।

কিন্তু তিনি বলেন, ইউক্রেনের নাগরিকদের জীবন রক্ষা করার জন্য সবকিছু করার নৈতিক অধিকার তার দেশের আছে।

আমার মনে হয়, এক বছরব্যাপি এই পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে ইউক্রেনের হ্যাকাররা এটা দেখিয়েছে যে, এরকম একটি আক্রমণ সত্ত্বেও তারা যথেষ্ট নৈতিকভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে। রাশিয়ার ফেডারেশনের যারা যুদ্ধে জড়িত তাদের ছাড়া আর কারো গুরুতর কোন ক্ষতি করেনি তারা।

কিন্তু ইউক্রেনের হ্যাকাররা যে শুধু রাশিয়ার সমরযন্ত্রকেই হ্যাকিংএর লক্ষ্যবস্তু করেছে তা নয়।

রাশিয়ার জনগণের জীবনে যতটা সম্ভব বিঘ্ন ঘটানোর জন্য হ্যাকিং সংগঠিত করা হচ্ছে।

আইটি আর্মি অব ইউক্রেনের সমন্বয়কারীদের একজন হচ্ছেন টেড। তাদের কার্যক্রমের কারণে রুশ যে ক্রেতারা অসুবিধায় পড়েছেন - অনলাইনে তাদের ক্রুদ্ধ মন্তব্যের একটি সংকলন তিনি গর্বের সাথে আমাকে দেখিয়েছেন।

আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম এভাবে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে কী বিপদ হতে পারে।

তিনি আমাকে বলেন, আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে। যখন আপনার দেশে যুদ্ধ আসছে - তখন লড়াই করার কোন ভালো পন্থা বা খারাপ পন্থা বলে কিছু নেই।

এ যুদ্ধ যখন দ্বিতীয় বছরে পড়েছে - তখন সাইবার আক্রমণের তীব্রতা আগামীতে বাড়তেই থাকবে, এমনটাই মনে করেন অনেকে।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলেন, সবচেয়ে খারাপ আক্রমণগুলো হ্যাকটিভিস্টদের দিক থেকে আসছে না, বরং সেগুলো আসছে রুশ সামরিক বাহিনীর দিক থেকে। তারা জ্বালানি গ্রিডের মত টার্গেটগুলোর ওপর বাস্তব আক্রমণের পাশাপাশি সাইবার আক্রমণও চালাচ্ছে।

মি. ঝোরা বলেন, বিশেষজ্ঞরা যে ধরনের সাইবার আক্রমণের আশংকা করেছিলেন, তেমন আক্রমণ রাশিয়া এখন পর্যন্ত চালাতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সেটা এই জন্য নয় যে তারা সে চেষ্টা করছে না।

অবশ্যই সাইবার আক্রমণের চাইতে একটা ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি। কিন্তু সাইবার আক্রমণের ফলে ইউক্রেনের অবকাঠামোর যে তেমন বড় ক্ষতি হচ্ছে না তার একটা কারণ হচ্ছে আমাদের সাইবার আত্মরক্ষার ক্ষমতা।

আমরা যদি দুর্বল হতাম তাহলে এসব আক্রমণে আরো বেশি বিঘ্ন সৃষ্টি হতো।

ইউক্রেনের সাইবার যুদ্ধে পশ্চিমা সাইবার সামরিক বাহিনী এবং প্রাইভেট সাইবার নিরাপত্তা কোম্পানিগুলো সহায়তা দিচ্ছে। মিত্রদের দান করা লক্ষ লক্ষ ডলার তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

তার পরও, কিছু লোক এমন আভাস দিচ্ছেন যে ইউক্রেনের কমান্ডাররা যতটুকু স্বীকার করছেন - ক্ষতি আসলে তার চেয়ে বেশিই হয়েছে।

তবে যুদ্ধের কুয়াশা ভেদ করা কঠিন, যেটা এরকম সময়ে সর্ব ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। বিশেষ করে সাইবার স্পেসের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি সত্য।

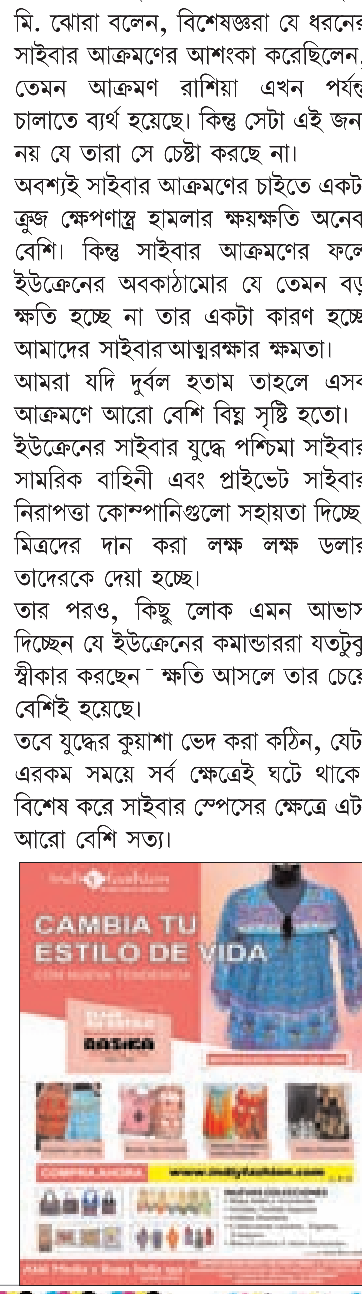

আওয়ামী লীগের মেয়র মনোনয়নে কী বার্তা গেলো দলের মধ্যে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যাদের মেয়র পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে, তাতে গতবারের বিজয়ী দুই মেয়র বাদ পড়েছেন। বরিশাল এবং গাজীপুরের মেয়রকে যেভাবে এবার দলীয় মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তা অনেককে অবাক করলেও এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আগামী সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থীদেও বিশেষ বার্তা দিতে চাইছে বলে মনে করছেন দলটির অনেকে।

গত নির্বাচনে জয়ী বরিশাল ও গাজীপুরের দুই মেয়র নানা ঘটনায় দেশজুড়ে আলোচনায় এসেছেন বিভিন্ন সময়। আর সিলেটে স্থানীয় নেতাদের বাদ দিয়ে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের এক নেতাকে।

আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন দলীয় এমপিদের মধ্যে যারা বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন বা এলাকায় জনপ্রিয়তা খুইয়েছেন নিজেদের কর্মকাণ্ডে তাদের জন্য বিশেষ বার্তা আছে এবারের দলীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে।

দলের যে কোনো বড় সিদ্ধান্তে নেত্রীর একটি বার্তা থাকে। আমার মনে হয় এবার আমরা যারা এমপি তারা একটি বার্তা পেয়েছি যে যাদের কর্মকাণ্ডে দলের ইমেজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এলাকায় যারা কাজ করেননি ও বিতর্কিত তারা যে সামনেও মনোনয়ন পাবেন না সেটা তো পরিষ্কার হয়েছে এবারের সিদ্ধান্তে, আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য শাজাহান খান বলছিলেন ।

দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বিবিসি বাংলাকে বলছেন যে প্রার্থী হতে আগ্রহী প্রতিটি ব্যক্তির যোগ্যতা, ইমেজ ও কর্মকাণ্ড চুলচেরা বিশ্লেষণ করেই দলীয় সভানেত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এটাতেই তো পরিষ্কার যে সামনেও কারও চেহারা দেখে মনোনয়ন হবে না। এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা আর জনপ্রিয়তাই হবে মনোনয়নের মাপকাঠি, বলছিলেন মি. হানিফ।

বাংলাদেশে আগামী ২৫শে মে গাজীপুর, ১২ই জুন খুলনা ও বরিশাল, ২১শে জুন রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার এসব সিটির জন্য দলীয় মেয়র প্রার্থী চূড়ান্ত করে আওয়ামী লীগ।

এর মধ্যে তিনটি সিটিতে যারা নতুন প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন তারা হলেন গাজীপুরে আজমত উল্লাহ খান, বরিশালে আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ আর সিলেটে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। তবে রাজশাহীতে ও খুলনায় আগের দুই মেয়রই আবারো মনোনয়ন পেয়েছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার বলছেন যে নতুন তিনজনকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তারা দলের অভ্যন্তরে তুলনামূলক লিবারেল ও বেশি গ্রহণযোগ্য।

যেসব এমপি নিজেদের অনিবার্য ভাবছেন বা নিজেদের বিতর্কিত করেছেন আমার মনে হয় তারা একটি ইঙ্গিত পেয়ে গেছেন। এখন দেখার বিষয় হবে জাতীয় নির্বাচনে সত্যিই এর প্রতিফলন ঘটে কিনা, বলছিলেন তিনি।

বিরোধী দল বিএনপি আগেই ঘোষণা দিয়েছে তারা বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ নিবে না। সে কারণে দলীয়ভাবে তারা কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেনা। তবে কোনো কোনো সিটি কর্পোরেশনে দলটির কোনো নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন বলেও আলোচনা আছে।

রাজধানী ঢাকার কাছে গাজীপুরে এর আগের নির্বাচনে মেয়র হয়েছিলেন হঠাৎ করেই স্থানীয় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠা জাহাঙ্গীর আলম। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ২০২১ সালের নভেম্বরে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি। এরপর তাকে মেয়র পদ থেকেও বরখাস্ত করা হয়। এরপর তার বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগও সামনে আসে।

সম্প্রতি দল বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের পর আবারো নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য দলের মনোনয়ন চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার বদলে দল বেছে নিয়েছে গাজীপুর আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের একজন আজমত উল্লাহ খানকে। তিনি ২০১৩ সালে গাজীপুর সিটির প্রথম নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গিয়েছিলেন বিএনপি প্রার্থীর কাছে। সেবার জাহাঙ্গীর আলম মনোয়ন চেয়ে পাননি।

অন্যদিকে বরিশালের মেয়র সাদিক আব্দুল্লাহ ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছিলেন বরিশালে কর্মরত একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনে হামলার ঘটনায়। ২০২১ সালের অগাস্টে ওই ঘটনার পর বিসিএস অ্যাডমিন ক্যাডার এসোসিয়েশন তীব্রভাবে মেয়রের সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছিলো। এ ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে। পরে সরকার সেটি সামাল দিলেও এবার আর মনোনয়নই পাননি বরিশাল আওয়ামী লীগের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর পুত্র সাদিক আব্দুল্লাহ। তার বদলে মনোনয়ন পেয়েছেন তারই চাচা আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ। তবে পারিবারিক পরিমণ্ডলে তারা পরস্পরবিরোধী হিসেবে পরিচিত।

যদিও এতোদিন জেলা ও মহানগর রাজনীতির সর্বেসর্বা হয়ে ওঠা সাদিক আব্দুল্লাহর নামই একক প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব করে কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলো বরিশাল জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ। কিন্তু কেন্দ্র অর্থাৎ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব সেটি বিবেচনাতেই নেয়নি।

ওদিকে সিলেটে মনোনয়ন পেয়েছেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতা আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। মি. চৌধুরী এক সময় সিলেটে ছাত্ররাজনীতি করেছেন। সিলেটের আওয়ামী লীগ নেতা বদর উদ্দিন আহমেদ কামরান করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণের পর সেখানে দলটি নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। দলীয় নেতারা বলছেন কোন্দল এড়াতেই মূলত মিস্টার চৌধুরীকে প্রার্থী হিসেবে তুলে এনেছেন দলীয় প্রধান।

অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার বলছেন, এই তিন সিটিতেই তুলনামূলক ভদ্র, সজ্জন ও লিবারেল নেতারা মনোনয়ন পেয়েছেন। নিসূন্দেহে এটি তুলনামূলক ভালো পছন্দ। এটি নিসূন্দেহে এই দলটির এমপিদের মধ্যে যারা বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হতে পারে। যারা নিজেদের অনিবার্য ভাবতেন তাদের বাদ দিতে পারাটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

দলের একাধিকও নেতা বলেছেন আগামী ডিসেম্বরে একাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী বাছাই, দলের ইশতেহার ও ঘোষণাপত্র তৈরি, মিত্র সন্ধানসহ নানা কাজ ইতোমধ্যেই শুরু করেছে আওয়ামী লীগ।

এর মধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য একাধিক জরিপ শেষ হয়েছে এবং আরও জরিপ করা হচ্ছে দলীয় নেতাদের মাধ্যমে, যার মূল উদ্দেশ্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের সম্পর্কে জানা এবং এলাকায় তাদের অবস্থা কেমন সেটি যাচাই করা।

পেশাদার গবেষণা সংস্থা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি শাখার মাধ্যমে দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সম্পৃক্ত করেও জরিপ করা হচ্ছে। এছাড়া দলীয় প্রধান নিজেও আলাদা করে জরিপ করেছেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

আর এসব জরিপের উদ্দেশ্য হলো এখন যারা দলের এমপি আছেন এলাকায় তাদের অবস্থা কেমন সেটি যাচাই করা এবং একই সাথে বিকল্প আরও ভালো প্রার্থী আছে কিনা সেটি খুঁজে বের করা। মূলত এবারের মেয়র প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রেও সেটিই গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করেন দলের সিনিয়র নেতারাও।

দলটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য শাজাহান খান বলছেন এবারের মনোনয়নে শেখ হাসিনা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে দলের যারা জনপ্রিয়তা হারিয়েছে কিংবা বিতর্কিত হয়েছেন তাদের বদলে গ্রহণযোগ্য নেতাদেরই বেছে নেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী সবার সম্পর্কে জানেন। তিনি সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেভাবেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমার মনে হয় আগামী সংসদ নির্বাচনেও এর প্রতিফলন দেখা যাবে, বলেছেন মি. খান। দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলছেন সিটি নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন থেকে এই বার্তাই পাওয়া গেছে যে বিতর্কিতদের কিংবা যাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আছে তারাও সামনে থাকবেন না।

সোহাগের ওপর ফিফার নিষেধাজ্ঞা ঃ বাংলাদেশের ফুটবলে যে প্রভাব ফেলবে

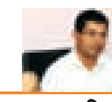

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল ফিফার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগের ওপর দুই বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সংস্থাটি। আন্তর্জাতিক ফুটবল পরিচালনা সংস্থা ফিফার এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আগামী দুই বছর ফুটবল বিষয়ক কোন ধরনের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না মি. সোহাগ। মি. সোহাগ ফিফার ডিসপিউট রেজ্যুলেশন চেম্বারের সাবেক সদস্য। এরপর তিনদিন পেরিয়ে গেছে। মতিঝিলে বাফুফে অফিসে সাধারণ সম্পাদকের কক্ষের দরজা থেকে আবু নাঈম সোহাগের নামফলকটি নামিয়ে ফেলা হয়েছে। এছাড়া বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। এর বাইরে কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কার্যত নীরবতা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের ফুটবল বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন এমন বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এই নিষেধাজ্ঞার ফল গোটা দেশের ফুটবলের ওপর পড়বে। বাফুফে শীর্ষ পদে গত ১৫ বছর ধরে রয়েছেন এক সময়ের তারকা ফুটবলার কাজী সালাউদ্দিন। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই সময়কালে বাংলাদেশের ফুটবলের অধঃপতন নিয়ে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু ফিফা যেভাবে বাফুফের আর্থিক দুর্নীতি প্রমাণসহ তুলে ধরেছে তা আগে হয়নি।

সুদানে সেনাবাহিনী এবং মিলিশিয়ার লড়াই অব্যাহত, শতাধিক মানুষ নিহত

খার্তুম ঃ সুদানের সেনাবাহিনী এবং একটি কুখ্যাত আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই দেশটিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে এবং এ পর্যন্ত দুপক্ষের লড়াইয়ে ১০০ জনের বেশি মানুষ নিহত আর এক হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। রাজধানী খার্তুমে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ, রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং সেনা সদর দফতরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর মধ্যে লড়াই চলছে।

চিকিৎসকদের একটি সংগঠন জানিয়েছে, কেবল খার্তুমেই ২৫ জন মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৭ জন বেসামরিক মানুষ। সুদানে বেসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনার এক প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে এই সংঘাত শুরু হলো।

সেনাবাহিনী এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) উভয়েই দাবি করছে, বিমান বন্দর এবং রাজধানী খার্তুমের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তাদের দখলে। সারারাত ধরে এসব জায়গায় লড়াই চলেছে।

খার্তুমের সংলগ্ন শহর ওমডারমান এবং কাছাকাছি আরেক শহর বাহরিতেও রোববার ভোরের প্রথম প্রহরে ভারী গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লোহিত সাগরের বন্দর নগরী পোর্ট সুদানেও গোলাগুলি চলছে।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, যুদ্ধবিমানগুলো আরএসএফের ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ চালাচ্ছে। বিমানবাহিনী যখন শনিবার আকাশ থেকে আধাসামরিক আরএসএফের তৎপরতার ওপর নজর রাখছিল, তখন তারা লোকজনকে তাদের ঘরে থাকতে বলেছিল।

খার্তুমের বাসিন্দারা বিবিসিকে জানিয়েছেন, তারা ভয়েআতংকে আছেন। একজন জানিয়েছেন, তার পাশের বাড়ির ওপর গুলি চলছে।

সুদানের ডাক্তারদের একটি কমিটি জানিয়েছে, দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে এবং শহরে অন্তত ৫৬ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। এক ডজনের মতো সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এদের কাউকে কাউকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল। এই সংগঠনটি বলছে, সব মিলিয়ে মোট ১১০০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। জাতিসংঘের একটি সংস্থা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর (ডাব্লিউএফপি) তিনজন কর্মী সুদানের পশ্চিমের কাবকাবিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটির কাছে আরএসএফ এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলির সময় নিহত হয়েছে।

সুদানে ২০২১ সালের অক্টোবরে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর হতে দেশটি মূলত জেনারেলরাই চালাচ্ছে।

সুদানের ক্ষমতার কেন্দ্রে এখন জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আলবুরহান, তিনিই কার্যত এখন দেশটির নেতা। তার প্রতি অনুগত সামরিক ইউনিটগুলোর সঙ্গে লড়াই চলছে আরএসএফের, যেটির নেতৃত্বে আছেন সুদানের উপনেতা মোহাম্মদ হামদান দাগালো, যিনি হেমেডটি নামেও পরিচিত। হেমেডটি বলেছেন, তার সৈন্যরা সব সেনা ঘাঁটি দখল না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে। এর পাল্টা সুদানের সশস্ত্র বাহিনীগুলোও আধাসামরিক বাহিনী আরএসএফকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত কোন ধরণের আপোসআলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে।

খার্তুমের আকাশে এখন কুন্ডলি পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া, ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে গোলাগুলি থেকে নিজেদের আড়াল করার জন্য।

রয়টার্সের একজন সাংবাদিক জানান, রাস্তায় অনেক সাঁজোয়া যান চলাচল করছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, খার্তুম বিমান বন্দরে একটি বেসামরিক বিমান আগুনে পুড়ছে। সৌদি এয়ারলাইন সৌদিয়া বলেছে, তাদের একটি এয়ারবাস গোলাগুলির মুখে পড়েছে।

অনেক এয়ারলাইন্স খার্তুমে তাদের ফ্লাইট বাতিল করেছে। প্রতিবেশি দেশ চাড বলেছে, তারা সুদানের সঙ্গে তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে।

আমাদের এখানে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই, বিবিসিকে জানিয়েছেন খার্তুম সফররত এক ব্রিটিশসুদানি ডাক্তার। এখানে খুব গরম। কিন্তু আমরা জানালা পর্যন্ত খুলতে পারছিনা, বাইরে কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো এক বিকট আওয়াজ। আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি কেনিয়ায় অবস্থানরত তার বোনের মাধ্যমে বিবিসির সঙ্গে কথা বলেছেন, তিনি জানান, গোলাগুলি এখনো চলছে এবং লোকজন ঘরের মধ্যে আটকে আছে সেখানে এতটাই ভয় আর আতংক। একটি সামরিক বিমান যখন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তখন দুয়া তারিক বিবিসির সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, আমার পাশের বাড়ির ছাদের ওপর এই বিমান থেকে গুলি করা হচ্ছে এবং আমরা এখন বাঁচার জন্য আশ্রয় খুঁজছি। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন এবং রাশিয়া সবাই অবিলম্বে এই লড়াই বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব এরই মধ্যে জেনারেল বুরহান এবং জেনারেল দাগালোর সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদেরকে সহিংসতা থামাতে বলেছেন।

বিবিসির এমানুয়েল ইগুঞ্জা জানাচ্ছেন, দেশটিতে প্রস্তাবিত বেসামরিক সরকারে কে একীভূত সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করবেন ‑ তা নিয়ে বিবাদ তৈরি হয়েছে।

সুদানে একটি বেসামরিক সরকার পুনপ্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে মতৈক্যে পৌঁছানোর এক চেষ্টা ব্যর্থ হয় ‑ যার পেছনে আরএসএফের ১০০,০০০ সদস্যকে সেনাবাহিনীতে একীভূত করার প্রশ্নটিও ছিল সমস্যার কারণ।

সামরিক বাহিনীর এ দুই অংশের মধ্যে সংঘাতের এক পর্যায়ে বৃহস্পতিবার আরএসএফ উত্তরের মেরওয়ে শহরের একটি সামরিক ঘাঁটির কাছে তাদের সেনাদের মোতায়েন করে।

সুদানের নেতা জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আলবুরহান বলেছেন তিনি তার ডেপুটি এবং আরএসএফের অধিনায়ক মোহামেদ হামদান দাগালোর সাথে আলোচনা করতে ইচ্ছুক।

জেনারেল বুরহান ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সুদানের বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই দেশটিতে রাজনৈতিক তোলপাড় চলছে।

বিবিসির একজন সংবাদদাতা জানান, ঠিক কি নিয়ে শনিবারের সহিংসতার সূত্রপাত তা এখনও স্পষ্ট নয় ‑ তবে এ দুটি বাহিনীর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তেজনা চলছিল।

সুদানের রাজনৈতিক দলগুলো এর আগে সেনাবাহিনী ও আরএসএফের সাথে ক্ষমতাভাগাভাগির এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। তারা উভয় পক্ষকেই সহিংসতা অবসানের আহ্বান জানিয়েছে বলে রয়টার্স খবর দিয়েছে। পশ্চিমা এবং আঞ্চলিক নেতারা দু পক্ষকে উত্তেজনা হ্রাস করা এবং দেশটিতে বেসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে রক্তপাত বন্ধে সহায়তা করারও আহ্বান জানিয়েছে।

হাতির আতঙ্ক থেকে রক্ষার দাবিতে চান্ডিল কান্দ্রা সড়ক অবরোধ করেছে নারীরা

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা ‑ খারসানা জেলার চান্ডিল থানা এলাকার তারকুয়ান পুনর্বাসন কলোনির সামনে, আজ সকালে শত শত মহিলা রাস্তার জ্যামে নেমেছিল। মহিলারা ক্ষুব্ধ হয়ে সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে।

আসলে ব্যাপারটা হল গত এক সপ্তাহ থেকে এলাকায় একটা বন্য হাতি তাণ্ডব চালাচ্ছে। উল্লিখিত হাতিটি চান্ডিল থানা এলাকার মানিকুই, তারকুয়ান, কাটিয়া, ছোট লাখা, বড় লাখা, বোহরাডিহ ইত্যাদি গ্রামে জানমালের ক্ষতি করছে। গত রাতেও কথিত বন্য হাতিটি অনেক তাণ্ডব চালায়। তারাকুয়ান পুনরবাস কলোনিতে বেশ কয়েকটি বাড়ি লক্ষ্য করে হাতিটি হামলা চালিয়েছে বলে জানা গেছে। ঘরের দেয়াল ও সীমানা দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে অনেক ঘরবাড়ি ভেঙ্গে তাতে রাখা শস্যকেই তাদের পথ্য বানিয়েছে। গত রাতে বিনোতা সিং সর্দার (মহিলা) তার সন্তানদের নিয়ে বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন, তার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। এসময় হাতি তার ঘর ভেঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সোমবার সকালে এলাকার মহিলারা চান্ডিলকান্দ্রা প্রধান সড়ক অবরোধ করে হাতির আতঙ্ক থেকে রক্ষার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। যানজটের কারণে সড়কের দুই প্রান্তে যানবাহনের দীর্ঘ সারি সৃষ্টি হয়েছে। মোটরসাইকেল ও গাড়ি বাইপাস সড়ক ব্যবহার করছে, অন্যদিকে ভারী যানবাহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছিল। এখানে সড়ক জ্যামের খবরে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে চান্ডিল থানার পুলিশ। পুলিশ বিক্ষুব্ধ নারীদের শান্ত করার চেষ্টা করছে।

চান্ডিলের প্রমূখ অমলা মুর্মু বলেন, বন্য হাতির কারণে জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু কুম্ভকর্ণীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে বন বিভাগ। অধিদপ্তরের গাফিলতির কারণে এসব ঘটনা ঘটছে। অধিদপ্তরের শিথিলতার ফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষ। অমলা মুর্মু বলেছেন যে বন বিভাগ হাতিদের দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতেও ব্যর্থ হয়েছে, তাই গ্রামবাসীদের ক্ষোভ প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত। পরে প্রধান অমলা মুর্মু গ্রামবাসীদের শান্ত করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের

ঘরে রাখা এক বস্তা চাল তার খেয়ে ফেলে। বিনোতা সিং সর্দার জানান, রাতে তিনি তার পাঁচ সন্তানকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটি হাতি তার বাড়িতে হানা দেয়। কোনোভাবে হাতির হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। একইসঙ্গে কার্তিক কুমহারের সীমানা প্রাচীর ভেঙে মারাত্মকভাবে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন। প্রমূখ অমলা মুর্মু ব্যক্তিগত স্তর থেকে হাতিপীড়িত মহিলা বিনোতা সিং সর্দারকে অবিলম্বে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করেন। তিনি চাল, ডাল, আলু, তেল ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন এবং ক্ষতিপূরণ পেতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার কারণ কী?

চুয়াডাঙ্গা ঃ ছোট ছোট মুরগির বাচ্চা পর্যন্ত হাঁপাচ্চে, হাঁপাতে হাঁপাতে এ্যামনে অটো মারা যাচ্চে। মুরগির বাচ্চা আমার সামনে মারা গেলো। ইস্টক করে, হাট ইস্টোক (হার্ট স্ট্রোক) করে মনে হয়, যথাসম্ভব। দুপুর রোদের উত্তাপের তীব্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে এই কথাগুলো বলছিলেন চুয়াডাঙ্গার দামুরহুদা উপজেলার জিরাট গ্রামের বাসিন্দা শাহানুর ইসলাম। তিনি বলেন, রোদের তাপমাত্রা এতো বেশি যে, সকাল দশটাসাড়ে দশটা নাগাদই ভরদুপুরের উত্তাপ ছড়াতে থাকে রোদ। এতো তাপ যে মাঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। গরমে পশুপাখিদেরও ত্রাহি অবস্থা বলে জানান তিনি। আবহাওয়া অধিদপ্তরও বলছে যে, শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায়। আর এর মাত্রা ছিল ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, টানা প্রায় ১৩ দিন ধরেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চুয়াডাঙায় রেকর্ড করা হচ্ছে। আর এটি ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর আশপাশেই থাকছে। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার এই জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে। কৃষিকাজই শাহানুর ইসলামের জীবিকার উৎস। তিনি জানান, প্রচণ্ড তাপের কারণে পানের বরজের মাথা কালো হয়ে যাচ্ছে। পাটের যে ছোট চারা সেগুলে জলের অভাবে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। সেচও সেভাবে দেয়া যাচ্ছে না কারণ দিনে দুই তিন বার করে বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। আর সেচের উপর নির্ভরতা বাড়ায় জলের স্তরও আগের তুলনায় নিচে নেমে গেছে বলে জানান মি. ইসলাম। শাহানুর ইসলামের মতোই আরেক কৃষক মান্নান মন্ডল। তার বাড়ি একই উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে। শুক্রবার দুপুরে যখন মান্নান মন্ডলের সাথে কথা হয় তখন তিনি খোলায় ভূট্টা শুকিয়ে নিচ্ছিলেন। গরমের কথা জিজ্ঞেস করতেই টানা একটা শ্বাস নিয়ে জানালেন গরমে টেকাটা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। সকাল ১০ টার পর রোদের উত্তাপে আর মাঠে থাকা যায় না বলে জানান তিনি। রোদের উত্তাপ বোঝাতে গিয়ে মি. মন্ডল বলেন, আগলা গায়ে (খালি গায়ে) তো থাকাই যাবে না এমন তাপমাত্রা, কিন্তু গায়ে জামা থাইকলে ভালো হচ্ছে। খালি গায়ে থেকে মাঠে কাজ করা যাবে না, পিঠে ফোসকা পইরে যাবে।

দুবাইতে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে আগুনে ১৬ জন নিহত

দুবাই (এজেন্সী) ঃ দুবাইতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে আগুনে ১৬ জন নিহত এবং আরও ৯ জন আহত হয়েছে বলে খবর দিচ্ছে স্থানীয় গণমাধ্যম।

দুবাইর সবচেয়ে পুরোনো একটি এলাকা আলরাসে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে এই আগুন লাগে। বহু অভিবাসী শ্রমিক এবং দোকানদার এই ভবনে থাকেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পাঁচতলা ভবনটির চতুর্থ তলায় আগুন লাগে।

দুবাইর সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, ভবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম না মানার কারণেই সেখানে আগুন লেগেছে। শনিবার আগুন লাগার পর দমকল কর্মীরা দুপুরে সেখানে পৌঁছান। দুবাইর স্বর্ণ এবং মশলার বাজারের কাছেই আলরাস এলাকাটি। পর্যটকদের কাছে এই এলাকাটি বেশ জনপ্রিয়।

দুবাইর সিভিল ডিফেন্স ইউএই'র একটি সংবাদপত্র দ্য ন্যাশনালকে জানায়, কেমন করে সেখানে আগুন লাগলো তা জানতে একটি তদন্ত শুরু হয়েছে।

সিভিল ডিফেন্স বলেছে, দুর্ঘটনা এড়ানো এবং মানুষের জীবন রক্ষায় আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ভবনগুলোর মালিক এবং বাসিন্দারা যেন নিরাপত্তার নিয়মকানুন মেনে চলেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নিহতদের মধ্যে চারজন ভারতীয় এবং তিন জন পাকিস্তানি নাগরিক রয়েছে।

সালিঙ্গা গুড়ু নামের একজন দ্য ন্যাশনাল পত্রিকাকে জানিয়েছেন, ভারতের তামিলনাড়ু থেকে আসা তার ভাই গুড়ু সালিয়াকুন্ডু নৈশ প্রহরী হিসেবে কাজ করতেন। এই ভবনটির বাসিন্দাদের বাঁচাতে গিয়ে তিনি মারা গেছেন।

আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম, কারণ এই ভবনেই আমার ভাই কাজ করতেন। তিনি লোকজনকে সাহায্য করতে উপরে ওঠেন, কিন্তু সেখান থেকে আর নীচে ফিরে আসেননি, বলছিলেন তিনি।

এই ঘটনার ব্যাপারে তদন্তে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।